ঝরা ফুল।

হিমালয় ভ্রমণ, শ্রীকৃষ্ণ, পূজার ফুল, সীতাচিত্র রচ'

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৪

মূল্য আট আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীবিজয় গোপাল মুখোপাধ্যায়,
ছোট কেল্লাবাড়ী, মুঙ্গের।

Printed by
Kumar Deb Mookerjea.
Budhodoy Press,
44, Maniktala Street, calcutta

উৎসর্গপত্র।

অশেষ গুণালঙ্কৃতা স্বধর্ম্মপরায়ণা বিদ্যোৎসাহিনী উদার হৃদয়া মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মহোদয়ার সুকোমল করে আমার এই ঝরাফুল পুস্তকখানি পরম সাদরে অর্পিত হইল।

শুভার্থনী

শ্রীরত্নমালা দেবী,

মুঙ্গের।

মুখবন্ধ।

জীবনের সায়াহ্নকালে এই ঝরাফুলকটি কুড়াইয়া ভগবৎ চরণে প্রদান করিলাম। ইহাতে গন্ধ রস কিছুই নাই। পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া যদি এই ঝরাফুলে কৃপাদৃষ্টি করেন, তবে কৃতার্থ হইব।

মুঙ্গের, ২০শে বৈশাখ ১৩৩৪

ভগবদ্ চরণাশ্রিতা
শ্রীরত্নমালা দেবী।

সূচিপত্র

প্রার্থনা।

ক্ষমা কর প্রভু মোর না লইও ভুল।
তোমারি পূজার তরে এনেছি যতন করে
ভালমন্দ যা পেয়েছি গোটাকত ফুল।
কুড়ায়ে এনেছি তাই এই ঝরা ফুল।

কোথা পাব জাতি যূথি মল্লিকা মালতী আদি
এনেছি কুড়ায়ে তাই এই বনফুল।
এ উদ্যানে নাহি হয় সুরভী গোলাপ চয়
নাহি হেথা গন্ধরাজ টগর বকুল।
শুধু আছে সাজি ভরা এই ঝরা ফুল।

ভক্তইচ্ছাপূর্ণকারী লবে কি না দয়া করি
ভালমন্দ যা এনেছি গোটাকত ফুল।
হৃদয় দেবতা স্বামী, কি দিয়া পূজিব আমি
শুধু তব পদে দিনু এই ঝরাফুল।

ঝরা ফুল।

নাহি জানি আরাধনা না জানি কোন সাধনা
শুধু আছে গোটাকত এই বনফুল।
আমি প্রভু গুণহীনা নির্গন্ধা অপরাজিতা
তোমার চরণে দিনু এই ঘেঁটু ফুল।

ইহাতে সুবাস নাই শুষ্কফুলে পূজি তাই।
প্রেম ভক্তি মাখা ওই যুগল চরণে।
লবে কিনা দয়া করে করুণা নয়নে হেরে
আমার এ পুষ্পাঞ্জলি অশ্রুবারি সনে।

নাহি শিক্ষা নাহি দীক্ষা তব পদে এই ভিক্ষা
ঠেল না চরণে মোর এই ফুলরাশি।
ভক্তের সে উপহার লহ প্রভু একবার
করুণা করিয়া লও হাসি মুখে আসি।

নাহি ভক্তি নাহি জ্ঞান না জানি তোমার ধ্যান
সাধন ভজন পূজা না জানি কেমন।
মূর্খা আমি জড়মতি না জানি তোমার স্তুতি
এ ফুলে তোমার প্রীতি হবে কি কখন ?

ঝরা ফুল।

তাই আজ ভয়ে ভয়ে আনিয়াছি দেখ চেয়ে
তোমার চরণে দিতে গোটাকত ফুল।
লইয়া প্রীতির ডালা এনেছি ভরিয়া থালা
গন্ধহীন রসহীন এ কুসুমকুল।

অধম অজ্ঞান আমি কি দিব জীবন স্বামী
তাই পদে দিনু আজ এই ঝরা ফুল।
জীবনের শেষ দিনে পুষ্পাঞ্জলি দিনু এনে
ক্ষমা কর প্রভু মোর মনের এ ভুল।

হৃদয় স্বামী।

প্রতিদিন আমি হে হৃদয় স্বামী
তব দরশন আশে
জাগিয়া কাটাই দীর্ঘ যামিনী
নীরব দীরঘ শ্বাসে।
প্রভাত গগনে তরুণ তপনে
যখন আমি গো হেরি

ঝরা ফুল।

তোমারি রূপের বিকাশ হেরিয়া
ঝরে মোর আঁখি বারি।
মলয় পবন মধুর হিল্লোলে
যখন বহিয়া যায়।
তোমারি সুরভী নিঃশ্বাস আসিয়া
লাগয়ে আমার গায়।
শাখীপরে পাখী গায় হে যখন
তোমার বন্দনা গীতি:
তোমারি মধুর স্বরটী আমার
শ্রবণেতে পশে নিতি।
বিকচ কমলে ভ্রমরার দলে
গুঞ্জরি গুঞ্জরি চলে।
তোমার চরণে পরাণ মধুপ
মোর যেন ঘুরি বোলে।
বিকসিত ওই কুসুমের দামে
হেরি তব মুখ ছবি।
ঊষার শুভ্র অরুণ আলোকে
তুমি নবোদিত রবি।
শারদ আকাশে রবি শশী মাঝে
হেরি তব রূপ ভাতি।

তাই একাকিনী বসিয়া বিরলে
হেরি আমি নিতি নিতি।
কুহু কুহু তানে মধুময় গানে
কোকিলা ঝঙ্কার করে।
তোমারি রাগিনী এ হৃদি বীণায়
বাজে যেন তারে তারে।
এ জীবন মরুতে তুমি ওহে সখা
শান্ত শীতল বারি।
মোর মরমের সখা পরাণের প্রিয়
আঁখি পালটিতে নারি।
প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী
তব দরশন আশে।
নীরবে দীর্ঘ যামিনী কাটাই
তপ্ত বিরহ শ্বাসে।

প্রেমের আলোকে।

মরুভূমি এ জীবন মোর
আলো তব প্রেমের কিরণে!
ঢাকা ছিল গাঢ় অন্ধকারে
ফুটিয়াছে তব পরশনে।
শোক দুঃখ দারিদ্রতা সব
ঢাকিয়াছে প্রেমের ছায়ায়।
এ হৃদয় তোমার আলোকে
করিয়াছ যেন মধুময়।
বিশ্ব ঢাকা পড়িয়াছে তাই
হেরি তব বিশ্বপ্রেমিকতা।
শোক দুঃখ দিয়াছ ভুলায়ে
দিয়ে তব প্রেমের বারতা।
ধুয়ে মুছে গেছে সব জ্বালা
পেয়ে বুঝি তব প্রেমভাতি।
নবভাব উঠিছে ফুটিয়া
এ হৃদয়ে তাই নিতি নিতি।

ঝরা ফুল।

আমিত্বের ক্ষুদ্রত্ব ভুলেছি
তোমারি এ বিশ্বভরা প্রেমে।
আপনারে দিয়াছি বিলায়ে
জগতের প্রতি সুরতানে।
ভুলে গেছি সকল কামনা
ভুলে গেছি সকল সাধন।
হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে
করিয়াছি তোমারে স্থাপন।
ভুলিয়াছি আমাকেও আমি
তোমাময় হয়েছে সংসার।
আত্মহারা হয়ে ভ্রমিতেছি
প্রেমের সে গৌরব তোমার।
হইয়াছে পাগল পরাণ
ছুটিয়াছে অনন্তের পথে।
গিয়াছে সে সকল কামনা
আজ হতে অনন্তের সাথে।
হয় যেন অনন্ত মিলন
তোমা সনে হে অনন্তময়!
ছিন্ন কর মায়ার বন্ধন
তব পদে কর প্রভু লয়॥

তোমারি আলোকে।

তোমারি প্রভাতি আলো
পরশে আবার।
মৃত দেহে হয় যেন
জীবন সঞ্চার।
কোন্ সঞ্জীবনী মন্ত্র
ঢেলে দাও কানে।
জাগে এ সুসুপ্ত বিশ্ব
তোমারি আহ্বানে।
শুনি তব স্নেহের
সে আকুল আহ্বান
নব বলে পুনঃ যেন
হই বলীয়ান।
অন্ধ মোরা তব স্নেহ
না দেখি চাহিয়া
প্রতিদিন আহা এই
সুন্দর উষায়।

ঝরা ফুল।

কলকণ্ঠে কত পাখী
ডাকে যে তোমায়।
কত ফুল ফুটে উঠে
তব পদতলে।
তব প্রেমে তটিনীও
কলতানে চলে।
ফুলের মাঝারে তব
দেখি রূপরাশি।
পিক কলকণ্ঠে তুমি
রহিয়াছ মিশি।
কি মাধুরী কি সুষমা
জগতের বুকে।
সকলি উজ্জ্বল নাথ
তোমার আলোকে

তোমারে লইয়া রব।

উন্নত ওই গিরির শিখরে
বাঁধিব গো বাসাঘর।

ঝরা ফুল।

তুমি আমি সুখে রহিব দুজনে
কেহ না রহিবে পর।
দোঁহার লাগিয়া রচিব কুটীর
বিছাইয়া লতা পাতা।
নিভৃত কুটীরে রহিব দুজনে
ভুলে যাব শোক ব্যথা।
জগতের কেহ জানিবে না সখা
একাকিনী রব সুখে।
কেহ জানিবে না কেহ শুনিবে না
তোমারে লইয়া বুকে।
প্রতিদিন আমি ফুল্ল কুসুম
চয়ন করিব সখা।
গাঁথি নবমালা পরাব তোমারে
দেখিব তোমারে একা।
অগুরু চন্দন শ্রীঅঙ্গে মাখায়ে
ব্যাজনিব গো আদরে।
পরাণ বঁধুর মোহন মূরতি
দিবানিশি হেরে হেরে।
মিটে যাবে মম প্রাণের পিপাসা
তোমারে পাইয়ে ঘরে।

ঝরা ফুল।

তোমা সম বঁধু যদি পাই আমি
কিছু নাহি চাই ফিরে।
তোমারি পরশে তাপিত পরাণ
শীতল হইয়া যাবে।
তোমারি বাতাসে কামনা বাসনা
কিছু আর নাহি রবে।
নয়ন মুদিয়া হেরিব সদাই
নিশিদিন হৃদে রাখি।
মধুর মূরতি হে শ্যামসুন্দর
নাহি পালটিব আঁখি ?
অমিয় মাখান বচন মাধুরী
শুনিব শ্রবণ ভরে।
তোমারি রাগিনী এ হৃদি বীণায়
বাজিবে গো তারে তারে।
উষার অরুণ কিরণে জগৎ
হাসিবে যখন সখা।
ধীরে ধীরে ধীরে এ হৃদি মন্দিরে
আসিয়ে দিও হে দেখা।
আলো করি মম ক্ষুদ্র কুটীর
বসিও আমার পাশে।

ঝরা ফুল।

ধ্যানের মূরতি তুমি মম প্রভু
এস মম হৃদিবাসে।
ফুল ফুল যবে উঠিবে ফুটিয়া
গাহিবে পাপীয়া গান।
বন্দনা গীতি গাহিবে তোমার
বিহগ ধরিয়া তান;
মলয় বাতাস বহিবে মৃদুলে
কুসুম সুবাস লয়ে।
নির্ঝর ছুটিবে ঝর ঝর রবে
তব গুণ গান গেয়ে।
নিশার তারকা উঠিবে হাসিয়া
সুনীল গগন পটে।
জ্যোৎস্না প্লাবিত ধরণী তখন
আদরে পড়িবে লুটে।
তখন তোমার সরস পরশে
হয়ে রব আমি ভোর;
বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়ে তোমায়
রাখিব হে মনোচোর।
প্রেম আবেশে ঘুমায়ে রহিব
মুদিয়া দুইটী আঁখি।

ঝরা ফুল।

হৃদয় মন্দিরে ফুলের নয়নে
তুমি বঁধু রবে জাগি।
নীরবে কাঁদিব নীরবে ডাকিব
তোমারি চরণ ধরে।
কেহ জানিবে না কেহ শুনিবে না
ডাকিব পরাণ ভরে।
তোমার রূপের মাধুরী ছটায়
ব্রজের গোপিকা কুল।
দেহ গেহ সব পাসরিয়া যেত
ধাইত যমুনা কূল।
কালিন্দীর কালো জলেরি মাঝারে
হেরি তব রূপ ছবি।
নয়নের জলে ভাসাইত বুক
প্রেমবিবসা গোপী।
তোমারে হেরিতে লাজ ভয় ভুলি
ছুটিত গোপের বালা।
তমালের মূলে কদম্বের তলে
হেরিত চিকন কালা।
নীল সলিলা যমুনা ছুটিত
উজান বাহিনী হয়ে

ঝরা ফুল।

কোকিলা গাহিত ময়ূরী নাচিত
মলয় যাইত বয়ে।
বাঁশরীর গানে মধুময় তানে
বিহ্বলা ব্রজের বধূ
ব্রজের জীবন গোপিকা রমন
তুমি জীবনের মধু।
তোমারি কৃপায় কবি জয়দেব
ললিত:লবঙ্গলতা।
পরিশীলন মলয় সমীরে
লিখে রেখে গেছে গাথা
অমৃত পুরিত তুলিকা লইয়ে
এঁকে ছিল কিবা ছবি।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গান
সেই সে অমর কবি।
কবি-চণ্ডিদাস গোবিন্দদাসের
গীতি কবিতার ধারা।
এখনও জগতে রয়েছে নূতন
ভকত আপন হারা।
শ্রীবিদ্যাপতির প্রেমের লহরী
আজিও মাতায় প্রাণ।

ঝরা ফুল।

তোমার মধুর চরিত গাথাটা
জগৎ ভুলান গান ॥

কাজরী।

শ্রাবণের ঘন মেঘ গরজন ঘন বরিষার ধারা।
ঝিমি ঝিমি রবে বরষে বারিদ কেকারবে বনভরা ॥
মন্দ পবন বহিছে সঘন কদম্ব কুসুম বাসে।
কেতকী পরাগে অন্ধ ভ্রমরা ঘুরিতেছে আশে পাশে ॥
ঘনমেঘ ভরা পূর্ণিমা রাতি মলিন চাঁদের হাসি।
ক্ষণে দেখা দেয় ক্ষণেকে লুকায় মেঘ আড়ে বসে শশী ॥
গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজন দাদুর দাদুরি বোলে।
মত্ত ময়ূরী পাখা তুলি তুলি নাচিতেছে কুতূহলে ॥
নবীন শ্যামল শাদ্বল্ ভূমী স্নিগ্ধ বরিষা ঢালে।
নব পল্লবিত তরুলতা যত ধীর সমীরে দোলে ॥
অতি মনোলোভা চারু বনশোভা নব পল্লবেতে ঘেরা
কুসুমিতা লতা সবে বিকাসিতা কানন বিথীকা ভরা।
ধীর সমীরে কুঞ্জ কুটীরে পুষ্পিতা লতা দোলে ॥

ঝরা ফুল।

মাধবী মুকুল বকুল সুবাসে দশদিশি গেছে ভরে।
তার মাঝখানে নিকুঞ্জ কাননে যতেক ব্রজের বালা,
শাখায় শাখায় ঝুলনা বাঁধিয়ে খেলিছে ঝুলান খেলা।
ফুলের আসন করিয়া রচন ফুলের বিছানা পেতে,
চারু ফুলহার রাখি চারিধার ফুলের বিছানা তাতে,
কোন গোপবালা তুলে বনফুল গাঁথে সুচিকণমালা,
রাধাশ্যামে সুখে বসায়ে ঝুলানে খেলিছে ঝুলান খেলা।
মালতীর মালা কোন ব্রজবালা তুলে দেয় শ্যাম গলে,
অগুরু চন্দন করয়ে লেপন কেহ শ্যামে কুতূহলে।
কোন ব্রজবধূ তাম্বুল কর্পূর আনিয়া যতনে সুখে,
হসি হাসি তুলিদেয় বদনেতে আদরে দোঁহার মুখে।
আনন্দ উচ্ছাসে ব্রজগোপীগণ দেয় সবে করতালি
উছলি পড়ে বাদলের ধারা পুলকিতা ব্রজনারী।
প্রেম পুলকে ব্রজবালাগণ ঝুলান খেলাটী করে,
কেহ বা বাজায় কেহ গীত গায় বাঁশরী মধুর স্বরে।
শিথিল বসন কবরী ভূপ্রেমেতেপাগল পারা,
অঞ্জন রঞ্জিত খঞ্জন আঁখিতে বহিছে আনন্দ ধারা।
নবঘন পাশে দামিনী যেমন কিবা অপরূপ শোভা,
শ্যামের বামেতে নবীনা কিশোরী জলদে তড়িত আভা।
শ্যামের বামেতে রাধা বিনোদিনী খেলিছে ঝুলন খেলা,
সহচরীগণ প্রেমেতে মগন গাইছে হিন্দোল লীলা।

বালবিধবা

কমলের মত মুখখানিরে তোর।
কেন রে বিষাদ মাখা
খঞ্জন মত চঞ্চল আঁখি
কেন অশ্রুতে ঢাকা।
কাঁচা সোণা সম বর তনুখানি
কেন নাই মুখে হাসি
এলায়ে পড়েছে আলু থালু হয়ে
রুক্ষ কেশের রাশি।
সিঁথীতে নাহিক সিন্দুর রাগ
আভরণ হীন কায়।
এরূপ সুষমা করেছে মলিন
কে রে পাষাণ হায়।
ফুল্ল শতদল সম ঢল ঢল
উছলে যৌবন দেহে।
দুঃখের কালিমা ঢালিয়ে দিয়াছে
হেন নিদারুণ কে রে।

ঝরা ফুল।

নাহিক বসন নাহিক ভূষণ
চির অনাথিনী প্রায়।
দীনতা মৃমাখান কচি মুখখানি
চির অপরাধী ন্যায়।
কার অভিশাপে সোনার প্রতিমা
এমন সারদ শশী ;
রাহুর গরাসে হইল মলিন
স্বরগ সুসমা রাশী।
যৌবনেতে তোরে সাজায়ে যোগিণী
কে দিল এমন করে।
কুলিশ কঠোর হিয়া বুঝি তার
আঁখি নাহি তার ঝরে।
একটী জীবন তোমার জীবনে
একদিন মিশেছিল।
প্রেমের দীপটি জ্বালিয়া হৃদয়ে
নিমেষে নিভিয়া গেল।
ভেঙ্গে গেল তোর সুখের স্বপন
নিভে গেল তার বাতি।
আঁধার জীবনে একাকিনী তাই
কাটাতেছ দিবারাতি।

ঝরা ফুল।

কেহ তোর পানে চাহে না ফিরিয়ে

কহে না একটী কথা।

সুধায়না কেহ আসিয়া নিকটে

তোমার মরম ব্যথা।

পরকে আপন করিয়ে শুধুই

করিস পরের ঘর।

বুকের মাঝারে জ্বলিছে আগুণ

নিশিদিন আজ তোর।

জগৎ তোরে যে চাহে না ফিরিয়ে

বল কেবা আছে তোর।

কে বুঝিবে তোর মরম ব্যথাটি

মুছায়ে আঁখির লোর।

উদাস হৃদয়ে নীরাশ হইয়ে

কাঁদ তাই দিবানিশি।

কেহত বোঝে না মরমের ব্যথা

তোর এ দুঃখের রাশি।

নিষ্ঠুর সমাজ স্বার্থের সাধনে

পাষাণ চাপিয়া বুকে

নিপীড়িত করে কত জ্বালা দেয়

উপহাসি হাসিমুখে।

ঝরা ফুল।

কত অনাদরে সুকোমল প্রাণ
শুখায়ে গিয়াছে হায়।
কামনা বাসনা সকলি গিয়াছে
চির সন্ন্যাসিনী প্রায়।
কেহ যদি তোরে নাহি চায় ফিরে
বেঁধে আনি স্নেহ ডোরে।
রাখিব হৃদয়ে ওই মুখখানি
সারাটি জনম ভরে।
তরু দিবে তোরে ফুলের ভূষণ
পাখী গাবে তোর গান।
উছল তটিনী ঢালি দিবে বারি
স্নিগ্ধ করিয়া প্রাণ।
মৃদুল মলয় বহিবে নীরবে
জুড়াইবে তব হিয়া
নিবাইবে তোর মনের আগুন
নবমেঘ বরষিয়া।
বিরহ তপ্ত কোমল হিয়ায়
ঢালিয়া অমৃত বারি।
চাঁদিমা ঢালিয়ে অমৃত কিরণ
নিঙাড়ি জোছনা তারি।

ঝরা ফুল।

নিবাইয়া দিবে প্রাণের আগুণ
ঢালি শান্তির ধারা।
মুছাইবে তোর নয়ন জলটি
করিয়া আপন হারা।
ভুলাইয়া দিবে সকল ব্যথাটি
জীবন বল্লভ হরি।
ভুলাইয়া দিবে বিরহ মিলন
লবে সে আপন করি।

শ্রীবৃন্দাবন চিত্র।

আনন্দের রাজ্য আনন্দে পূর্ণিত
আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরা।
আনন্দ ধ্বনির মধুর নিক্কনে
ছুটিছে আনন্দ ধারা।
কৃষ্ণ প্রেমে ভরা সবে মাতওরা
এই প্রেমময় ধাম।

ঝরা ফুল।

প্রেমে তরুলতা যেন কহে কথা
এই নিত্যধামে রাধাকৃষ্ণ নামে
মুখরিত অবিরত।
শোক তাপ ভুলে জরা মৃত্যু ঠেলে
নামানন্দে জীব যত।
আছে মগ্ন হয়ে নাম প্রেমলয়ে
আনন্দ নির্ঝর ধারা।
ছুটিছে চৌদিকে বহিছে চৌদিকে
আনন্দলহরী ভরা।
এই নিত্যধামে সেই নিত্যময়
ব্রজ গোপীকার সনে।
করিলেন লীলা সেই লীলাময়
শ্রীরাধারে লয়ে বামে।
কামরূপান্তরে প্রেমে পরিণত
হয়েছিল গোপিকার।
কৃষ্ণরতিলাভে প্রেমেতে পূর্ণিত
ছিল চিত্ত সবাকার।
ব্রজের দুর্লভ সেই রমানাথে
করি আত্ম সমর্পণ।

ঝরা ফুল।

প্রেম অনুরাগে ব্রজবালাগণে
বেঁধেছিল তার মন।
কৃষ্ণময় জ্ঞান কৃষ্ণময় ধ্যান
কৃষ্ণময় ত্রিসংসার।
কৃষ্ণ প্রেমে গোপী তন্ময় হইয়ে
করেছিল তাই সার।
কেহ সখা বলি ডাকিত তাঁহারে
কেহ সখি ভাবি মনে।
বাৎসল্য ভাবেতে জননী যশোদা
পুত্র ভাবি মনে প্রাণে।
ক্ষীর সর ননী খাওয়ায়ে যতনে
পাঠাতেন গোচারণে।

তোমায় ভুলে।

তোমায় ভুলে খুঁজছি শুধু
কোথায় আছ বল তুমি।
ভোরের আলো তোমার রূপে
ভুবন ছেয়ে পড়ছে চুমি।

ঝরা ফুল।

তোমার আকাশ তোমার বাতাস
তোমার মধু সমীরণে।
গন্ধ ছড়ায় তোমার গুণের
পাগল হয়ে উধাও প্রাণে।
পাহাড় পরে নির্ঝর ধারে
তোমার রূপের ছায়া খেলে।
শ্যামল ছায়ায় বিটপী লতায়
তোমার মধুর মলয় বহে।
সাঝের বেলায় খুঁজতে তোমায়
নয়ন মুদে তোমায় হেরি।
শ্যাম তমালে তোমার ও রূপ
হেরি আমি নয়ন ভরি।
সাধ না পুরে আমার প্রাণে
শুধু তোমায় পেয়ে সাড়া।
খুঁজি আমি দেশ বিদেশে
হয়ে যে গো আপন হারা।
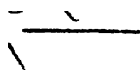
শ্রেষ্ঠ দান।

উষার শুভ্র আলোক পুলকে
জাগিল যখন ধরা
মধুর কূজনে বিহগ গাহিল
ঢালিয়া অমৃত ধারা।
সরসী সলিলে হাসিল নলিনী
তরুণ তপনে হেরে।
কুসুম পরাগ মাখিয়া ভ্রমর
ছুটিল মধুর তরে।
মন্দ পবন কুসুম গন্ধ
বিতরিয়া যায় ধীরে।
পুণ্য গন্ধে দশদিশী যেন
সহসা উঠিল ভরে।
এ হেন সময় সন্ন্যাসী বেশেতে
ফুকারিয়া বারবার
মুণ্ডিত মস্তক কৌপীন অঙ্গে
ভিক্ষাপাত্র করে তাঁর।

ঝরা ফুল।

চলিলেন বুদ্ধ ভিক্ষার্থী বেশেতে
নগরের দ্বারে দ্বারে।
বলিছেন মুখে কে কোথায় আছ
শ্রেষ্ঠ দান দেহ মোরে।
ভিক্ষার্থী আজি তোদের দুয়ারে
দেহ মোরে শ্রেষ্ঠ দান।
শুনি তাঁর বাণী কত নরনারী
দিয়ে যায় রত্ন ধন।
কত রূপবতী কত ধনীসুতা
স্বর্ণ থালাটি ভরে।
হীরামতি আনে রজত কাঞ্চন
বুদ্ধেরে দিবার তরে।
কেহবা আনিল উত্তম সুখাদ্য
ছানা ননী ক্ষীর সর।
কেহ আনিল পায়স পিষ্টক
নানাদ্রব্য থরে থর।
গরীমা গম্ভীর বদন বুদ্ধ
কিছু নাহি চান ফিরি
ধীরে ধীরে যান অবনত মুখে
শ্রেষ্ঠ দান ভিক্ষা করি।

ঝরা ফুল।

প্রখর রবির কিরণে তপ্ত
ভ্রমিছেন নানাস্থান।
কে কোথায় আছ বলিছেন মুখে
দেহ মোরে শ্রেষ্ঠ দান।
দিবা অবসান সায়াহ্ন তপন
ডুবু ডুবু অস্তাচলে।
উপনীত হন নিভৃত বনেতে
একটি নদীর কূলে।
দুঃখিনী রমণী বসেছিল সেথা
একটি তরুর ছায়।
পরিধানে তাঁর ছিন্ন বসন
সেও ধূলিমাখা প্রায়।
বলিলেন বুদ্ধ কে কোথায় আছ
দেহ আজ মোরে দান।
বলিলেন প্রভু বার বার তবু
কেহ নাহি দিল কান।
গাছের আড়ালে আবরিয়া তনু
জীর্ণ বসন খুলে।
কহিলেক নারী লহ মোর দান
দিলাম বসন ফেলে।

ঝরা ফুল।

ভকতি মাখা সে জীর্ণ বসন
তুলিলেন প্রভু শিরে।
কহেন "পাইনু শ্রেষ্ঠ দান" আজ
নয়ন পড়িল ঝরে।

কবির প্রতি।

বিশ্বের কাছে খুলিয়া দিয়েছ
হৃদয় উৎস শুধু।
সুধা সিঞ্চিত চিরবাঞ্ছিত
কোন অমরার মধু।

নন্দন হতে মন্দার হরে
রেখেছ কি কবি অন্তর ভরে
হৃদয়ের মাঝে রেখেছ লুকায়ে
পুলকের প্রীতি শুধু।

সোনার খাঁচার আড়ালে তোমার
বাঁধা ছিল যেই পাখী

ঝরা ফুল।

মুক্তি পাইয়ে ছুটিয়ে বেড়ায়
আজ দিশী দিশী নাকি।

মৌন ছিল যে হৃদয় বীণাটি
সঙ্গীত হীন হয়ে
আজ তুলিয়া নবীন ঝঙ্কার তার
ধরারে ফেলেছ ছেয়ে।

নব ঝঙ্কারে কণ্ঠেরি বীণা
গাইয়া উঠিছে সঙ্গীত নানা
হৃদয় রাগিনী বাজিয়া উঠেছে
করুণ বাণীটি দিয়ে।

কল্পনা কুঞ্জের আড়ালে বসিয়া
গাঁথিতেছ ফুল হার।
তাই কি এনেছ করিয়া চয়ন
পুলকের সম্ভার।

মৌন স্তব্ধা সাঁঝের বেলায়।
কোন সুরে হৃদি করিয়া বিলম্ব
গিয়াছ আপনা ভুলে।

ঝরা ফুল ।

আঁধারের ঐ আবরণ খানি
তাই কি পড়েছে সরে ।

ছড়াইয়া আজ নূতন আলোক
মুগ্ধ করেছ ভূলোক দ্যুলোক
কোন সম্পদ আনিয়া দিয়াছ
বিশ্বের হৃদি ভরে ।

না জানি তুমি বা কোন লোক হতে
এসেছ ধরায় নামি
বিশ্বের প্রাণে বিশ্বের কানে
বাজে তব সুরখানি ।

সুরলোক হতে এনেছ আহরি
পারিজাত মধু এনেছ কি হরি ।
ভূতলে ফুটালে অমর সুষমা
ওগো অমরার কবি ।

পুরাতন কথা।

মনে পড়ে একদিন বৈশাখের রাতে।
মধুর চাঁদের হাসি অমৃত কিরণে।
হাসাইতেছিল ধরা। কৌমুদী বসনে
আবরিয়া অঙ্গখানি মন্দ মন্দ ধীরে।
সুস্নিগ্ধ মলয়ানীল রহিয়া রহিয়া
যেতেছিল ধীরে ধীরে সুবাস ছড়ায়ে।
দূর বনে কোকিলার কলকণ্ঠ তার
কুহু কুহু রবে ওই দিগন্ত ব্যাপিয়া
মধুরে গাহিতেছিল পঞ্চমের তানে।
ফুল্ল জোৎস্নায় ভরা বন উপবন।
নবীন সুষমা মাখি মধুর প্রকৃতি
ছড়াইয়া দিতেছিল হাসিরাশি তার।
ঢেলে দিয়ে মধুধারা। জগতের বুকে।
সেই সে মধুর নিশি। সেই একদিন
কিশোর কিশোরী দোঁহে দুজনার সনে
করেছিল দুইজনে প্রাণ বিনিময়।

ঝরা ফুল।

প্রেমের কুহকে তারা আপন হারায়ে
দুইখানি ক্ষুদ্রপ্রাণ। প্রেমের পুলকে
বেঁধেছিল সযতনে। আশার স্বপনে।
বিশ্ব সংসারের কথা কোলাহল
পশে নাই তাহাদের কানের ভিতরে।
কোন মোহ মদিরায় জানে না বা তারা
নব প্রেম অনুরাগে হয়েছিল ভোর।
জানিত না সংসারের শোক রোগ আদি
দারিদ্র্যতা দুঃখ আর অভাবের জ্বালা।
জানিত না কামনার অতৃপ্ত পিপাসা।
জানিত না জগতের দুঃখের বারতা।
কত নিশি দোঁহে তারা বসি একাসনে
কাটাইত সারারাতি মুখে মুখে বুকে।
কত জ্যোছনার নিশি চাঁদের কিরণে
ভুঞ্জিত যে কত সুখ প্রেমের আবেশে।
বিকসিত ফুলফলে মধুর গুঞ্জনে
ছুটিত অলিরদল সৌরভে মাতিয়ে
গাহিত কুহরি পিক কলকণ্ঠে তার।
ভাসাইত কুঞ্জবন দূরবনান্তরে।
হাসাইয়া কুমুদিরে ওই সুধাকর।

ঢেলে দিত সুধাধারা জগতের প্রাণে।
বিকসিত চারু ওই বন উপবনে
ভ্রমিত দুজনে তারা আনন্দ কৌতুকে।
নিবিড় বরষা এলে বাঁধি ভুজ যুগে
রাখিত প্রিয়ারে তার হৃদয় মাঝারে।
ঘন মেঘ গরজনে চমকিত হয়ে
লুকাইত মুখখানি প্রাণেশের বুকে।
কখন বা আদরিণী ব্রততীর মত
নাথের চরণতলে রহিত ঘুমায়ে।
কিছুদিন পরে হায় তাদের হৃদয়ে
যৌবনের কুঞ্জবনে গাহিয়া উঠিল।
পিক কলকণ্ঠে তান উছলি পুলকে।
উদাস আনন্দ স্রোত দোঁহার হৃদয়ে
প্রেমিক প্রেমিকা দোঁহে দোঁহাকার
হেরিত নিশিদিন দুঁহু মুখখানি।
অতৃপ্ত নয়নে সদা বুকে বুকে রাখি
ঘুমাইত নিশিদিন প্রেমের স্বপনে।
কত মধু নিশি জাগি সুখে দুইজনে
প্রেমের মাধুরিলোকে আনন্দ উচ্ছাসে।
কত সুখ কত আশা কত ভালবাসা।

ঝরা ফুল।

বুকভরা কত প্রেম পরাণের মাঝে।
নিয়ে তারা দাঁড়াইল সংসারের কূলে।
দেখিতে দেখিতে হায় সুখের স্বপন।
ভেঙ্গে গেল দোঁহাকার জীবনের খেলা।
ভেঙ্গে হায় তার সুখের সংসার।
বলিবার কত কথা ছিল দোঁহা মনে
বলাত হোল না কিছু প্রাণের বেদনা।
না হল বিদায় লওয়া ক্ষমা চাওয়া আর
বলাত হোল না কিছু প্রাণের বেদনা।
সহসা ভাঙ্গিয়া গেল সুখের স্বপন।
জীবনের যবনিকা হইল পতন।

নীরব সাধক।

কে তুমি সাধক নিভৃতে বসিয়া
করিছ কাহার ধ্যান।
মুদিত নয়নে আছ কার ধ্যানে
জান কি তাহার নাম ?

ঝরা ফুল।

সেত চলে গেছে অজানার পথে
কোন সীমাহীন দেশে।
এখনও তোমার মরম মাঝারে
তার হাসিটুকু ভাসে।

করিয়া আঁধার হৃদয় তোমার
গেছে সে মানসী ছবি।
তাই কি একাকী বসিয়া বিরলে
ভাব সে অভীষ্ট দেবী।

কত মাস কত দিন চলে গেছে
এখনও তাহার স্মৃতি।
নিতি নিতি কি গো নয়নের জলে
পূজিয়া পাইছ প্রীতি।

এখন ভাসিছে তার হাসিটুকু
তোমার নয়ন কোনে।
এখন তাহার মধুর কথাটি
বাজিছে তোমার কানে।

ঝরা ফুল।

তাই কি তার সাধের কুটীর
সাজায়ে দেখিছ একা
তাই তাহার মোহন মূরতী
রয়েছে হৃদয়ে আঁকা

সে ত রেখে গেছে প্রতি তরুমূলে
চরণের রেখা দুটী।
বকুলের মাঝে রেখে গেছে তার
সুরভি নিশ্বাস কটি।

এখনও তাহার মৃদুল গন্ধ
রয়েছে গৃহটা ভরে।
এখনও মৃদুল পরশে কোমল
প্রাণটী রেখেছ ভরে।

গোলাপের দলে ফুটে ওঠে তার
বদনের ছবি কটি।
হরিণী নয়নে রেখে গেছে তার
সলাজ নয়ন দিঠি।

ঝরা ফুল।

মরাল গমনে রেখে গেছে তার
সেই সে মন্থর গতি।
চাঁদের মাঝারে রেখে গেছে তার
সে মুখের ওই ভাতি।

তাই কি সাধক বিরলে বসিয়া
নিশিদিন কর ধ্যান।
বিশ্বের মাঝে রয়েছে দেখ না
তার রূপ গুণনাম।

যদি তারে চাও সব ভুলে যাও
তোমার অভীষ্ট দেবী।
বিশ্ব ভরিয়া রয়েছে দাঁড়ায়ে
দেখ না তাহার ছবি।

বিশ্ব প্রেমিক হতে যে হইবে
বিশ্বকে ভালবেসে।
হৃদয়ের দেবী তখন তোমার
দাঁড়াবে হৃদয়ে এসে।

যমুনা

এই কি যমুনে সেই প্রবাহিনী
গাহিতেছ কলতান ।
তোমার শ্যামল তটেতে বসিয়া
বঁধু কি গাহিত গান ।
যমুনা কুলেতে নীপ মূলেতে
বসিয়া সে কালশশী ।
মধুর মধুর স্বরেতে বাজাত
বঁধু কি আমার বাঁশী ।
শুনি বেণুগান বিবশ পরাণ
উজানে যাইতে চলে ।
যত ব্রজবালা ছুটিয়া আসিত
কুল মান লাজ ভুলে ॥
বঁধুরে হেরিতে ব্যাকুল চিতেতে
আসিতেন কমলিনী ।
শ্যাম নটবরে হেরিবার তীরে
তোমার তটেতে ধনী ।

ঝরা ফুল।

প্রেম তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া
লহরীর মালা প'রে।
ছুটিয়া যেতিস প্রেমের গরবে
শ্যামের সোহাগ ভরে।
তোমার ও নীল ছায়ার মাঝেতে
আজিও সে শ্যামরূপ।
নীল নীরেতে মিশায়ে রয়েছে
মদনমোহন ভূপ।
যত ব্রজবালা গাগরী লইয়া
ভরিতে আসিত বারি।
ত্রিভঙ্গিমঠামে মদনমোহন
হাসিত নয়ন ঠারি।
প্রেমের খেলাটি খেলিত আদরে
যতেক ব্রজের বালা।
তোমার তীরেতে ব্রজের খেলাটি
হইত সারাটি বেলা।
তব নীল জলে সোনার কমল
কত যে উঠিত ফুটি।
নূপুর বাজায়ে গাগরী নাচায়ে
ব্রজবধূ যেত ছুটী

ঝরা ফুল।

সে দিনের কথা ভুলে কি গিয়াছ
সে মধুর ব্রজলীলা।
বঁধুর ধ্যায়ানে মগনা হইয়ে
বসে আছ সারা বেলা।

যমুনাজলে।

উছলিত ওই নীল যমুনা তাহারি চরণ তলে
শূন্য কুম্ভ যেতেছে ভাসিয়া ওই যমুনার জলে।
সন্ধ্যা রবির ম্লান আভা টুকু ঢেকেছে ধরণী বুকে
অস্ত তপন রক্তিম ছটা আসিয়া লেগেছে মুখে।

নিমেষ হারা দুটী আঁখিতারা চেয়ে আছে কার পানে।
বিরহ হুতাশ সঘন নিশ্বাস বহিতেছে ক্ষণে ক্ষণে।
কাহার ভাবেতে বিভোরা কিশোরী হয়েছে আপন হারা
আঁখি ছল ছল নয়ন সজল কলসী হোল না ভরা।

ঝরা ফুল।

সহসা দেখিল শ্যামের রূপটী নীল যমুনা জলে
মধুর হাসিটি মধুর বাঁশীটি তরঙ্গে তরঙ্গে দোলে।
কমল নয়ন মেলিয়া কিশোরী চেয়ে র'ল বারিপানে
পলক হারা দুটী আঁখিতারা শ্যামরূপ দরশনে।

ভাবেতে বিভোরা হইয়া কিশোরী সকলি ভুলিয়া গেল
হইল বিহ্বল নয়নেতে জল বহিতেছে বার বার।
দুরু দুরু হিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে বার বার
মরম মাঝারে শ্যামের ছবিটি হেরিতেছে অনিবার।

গুরুজন সাথে অবনতমুখী ঘোমটায় মুখ ঢাকি।
ধীরে ধীরে বালা উঠিয়া চলিল সরম জড়িত আঁখি।
শূন্য কুম্ভ কক্ষে ভুলিল না হইল জল ভরা
নয়নের জলে ভরিয়া কুম্ভ গৃহেতে ফিরিল ত্বরা।

অরূপের রূপ।

কোথায় আছ আমার বঁধু খুঁজছি সারা বিশ্ব জুড়ে।
এস আমার পরান সখা মরম ব্যথা জানাই তোরে।

ঝরা ফুল।

আছ তুমি সকল স্থানে শুনি আমি লোকের মুখে।
আছ তুমি বিজন বনে আছ তুমি নদীর রূপে।
আছ তুমি গিরির রূপে নিঝর রূপে বইছ ধারা।
আছ আকাশ বাতাস রূপে তোমার রূপেই ভুবন ভরা।
ফুলের রূপেই তোমার ওরূপ তোমার গন্ধ উঠছে ফুটে।
তোমার সুবাস বিলাইয়ে পাগল হাওয়া আপনি ছুটে।
তোমার রূপেই ওহে বঁধু গোলাপ গরবিনী এত।
বকুল ফুলের মদিরবাসে মাতিয়ে তোলে হৃদয় কত;
তোমার রূপের প্রভা নিয়ে নীলাকাশে চাঁদটী হাসে।
তারার মালা গলায় পরে নীল আকাশে হাসছে বসে।
তোমার রূপেই প্রজাপতির রূপের বাহার দেখছি কত।
তোমার রূপেই মেঘের কোলে ইন্দ্রধনুর শোভা এত।
তোমার গুণের গরব করে গাইছে পাখী মধুর স্বরে।
তুলে পাখা নাচছে শিখী নবীন মেঘের রূপটী হেরে।
বিহগকণ্ঠে বন্দনা গীত গাইছে কত দিবানিশি।
তুমি মানবচিত্ত চোরা তাই বুঝি হে বাজাও বাঁশী।
তোমার রূপের প্রভা নিয়ে নিত্য মানব পায় যে প্রীতি।
বিশ্বজোড়া তোমার ওরূপ বিশ্বভরা তোমার খ্যাতি।
তবু আমি অন্ধ হয়ে খুঁজছি তোমায় দেশ বিদেশে।
হৃদয় আমার মেতে গেছে তোমার মধুর মোহন বেশে—

ঝরা ফুল।

দেখে তোমার রূপের ঘটা
মনে মনে বড়ই হাসি।
অরূপেতে এত যে রূপ
তাই ভাবি গো দিবানিশি।

নিয়তি।

এ জগৎ শুধু মায়া মারীচিকা,
বৃথা ঘুরে মরি আশার ছলে।
ভুলে যাই তাই আমাকেও আমি,
কি কাজে এসেছি এ ধরাতলে।

কতশত যুগ যুগান্তর ধরি
অতৃপ্ত কামনা বুকেতে লয়ে।
ঘুরিতেছি কত পাগলের মত
বাসনার বোঝা বুকেতে বয়ে।

কে আমি, কোথায় এসেছি কি কাজে
কোথা যাব তাহা নাহিক জানি,

ঝরা ফুল।

নিয়তির বলে পুতুলের মত
ঘুরিতেছি শুধু দিবস যামি।

নিয়তির এই অখণ্ড নিয়মে
ঘুরিতেছে বিশ্ব একই সুরে।
কে করায় কর্ম্ম কেবা কর্ত্তা তার
ঘুরিতেছি শুধু নিয়তি করে।

গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্র সূর্য্য তারা
কাহার বলেতে যেতেছে ছুটে।
কাহার বিধানে তারকা নিকর
নীলনভঃ পরে হাসিয়া উঠে।

কাহার রূপের প্রভাটি লইয়া
নিভৃই কুসুম আপনি ফুটে।
বিতরি আলোক বিশ্বের বুকে
কেন বা তপন হাসিয়া উঠে।

কেন বা জলদ ঢালে বারিধারা
বসুধা হৃদয় শীতল করি।

ঝরা ফুল।

কেন বা চাঁদিমা হাসে গগনেতে
অমিয় কিরণ ছড়ায়ে তারি।

কেন ফোটে ফুল ধরণীর বুকে
সৌরভে প্রাণ আকুল করে।
মাতাল ভ্রমরা কেন বা বেড়ায়
ছুটিয়া ছুটিয়া মধুর তরে।

কুসুমের পাশে প্রজাপতিগুলি
উড়ি উড়ি কেন ঘুরিয়া বুলে।
কমলিনী কেন দেখি দিবাকরে
প্রতিদিন আঁখি আপনি খুলে।

কেন নির্ঝরিনী সাগরের বুকে
পুলকে সোহাগে ঝাঁপায়ে পড়ে
নদী কেন ধায় পারাবার পানে
মিলিতে সদাই সাগর বরে।

নিয়তির এই অখণ্ড বিধানে
চলিতেছে বিশ্ব একই সুরে।

ঝরা ফুল।

রোগ শোক আদি জরা মৃত্যু ব্যাধি
সে বাঁধা এই নিয়তির করে।

নিয়তির এই কঠোর বাঁধনে
তুমিও আমিও রহেছি বাঁধা।
তবে সুখ দুঃখ একই ভেবে নাও
একই মনে কর হাঁসা ও কাঁদা ॥

প্রেমের স্মৃতি।

ওগো তোমার আমার মধুর মিলন
চিরদিনই হবে।
যেথায় থাকি তোমার স্মৃতিই
হৃদয় মাঝেই রবে।
মৃত্যু পারেনি করিতে হরণ
অমল সে প্রেমহাসি।
মলিন করিতে পারেনি তাহারে
স্বর্গের সুধা রাশি।

ঝরা ফুল।

চিরদিন তাহা রহিবে নূতন
সে প্রেম প্রসূনে হায়।
পরশিতে কভু নাহিক পারিবে
কালের ছায়াটি তায়।
নিত্যই সে প্রেম নবীন থাকিবে।
ফুল্ল সুবাসে ভরা
নব পরিমলে পূর্ণ হইয়া
সুরভিত করি ধরা ;
জোৎস্নার মত শান্ত শীতল
ছিল সে প্রেমের রাশি।
চিরদিন তাহা রহিবে উজ্জ্বল
সে প্রেমের মধু হাসি।
সে প্রেমে ছিল না ভোগের কামনা
ছিল না বাসনা তার।
মর জগতের ছিল না সে প্রেম
পার্থিব বাসনার।
নিষ্কলঙ্ক ফুলের মতন
ছিল সে আনন্দে ভরা।
দান প্রতিদান ছিল না তাহায়
স্বর্গ সুষমা ঘেরা।

ঝরা ফুল।

সেই প্রেম ছিল অতি নিরমল
যেন মন্দাকিনী ধারা।
জুড়াইয়া দিত হৃদি প্রাণমন
করিত যে দিশে হারা
সে প্রেম ছিল না শিশিরের কণা
একটু বাতাস পেয়ে
নিমেষের তরে শুখায়ে যাইবে
এ মর জীবন লয়ে।
মরণেও কি গো হবে সে বিলয়
সে অমর প্রেম ছবি।
অনন্ত কাল সে রহিবে ধরায়
অনন্ত জীবন লভি।
সবি গেছে তবু সেই প্রেম তার
আছে দৃঢ় ডোরে বাঁধা।
সেই প্রেম মাখা মধুর কথাটি
রয়েছে হৃদয়ে গাঁথা।
নাহিক যদিও সে প্রেমের খেলা
নাহিক মধুর গান।
নাহি তার সেই হাসি চাহনীর
মধুময় প্রতিদান।

ঝরা ফুল।

কাছে নাই বোলে গেছে দূরে চলে
আছ তুমি কতদূর।
আর সে বীণাটি বাজে না আমার
স্তব্ধ হয়েছে সুর।
ফিরাও না আঁখি তাই বুঝি আর
চাও না আমার পানে।
মৌন শান্ত চিত্ত আমার
থাকে যে তোমার ধ্যানে।
এ জনমে আর পাব না তোমায়
জানিয়াছি তাহা মনে।
তাই তব স্মৃতি প্রতিদিন আমি
পূজিতেছি সঙ্গোপনে।
কোথা প্রিয় তুমি হে দয়িত স্বামী
কোথা সেই ভালবাসা।
তোমার প্রেমের স্বপনে ঘুমাব
নাহি রবে কোন তৃষা॥

অতিথি।

মোর জীবন সন্ধ্যার সুদূর আঁধারে
হয়ে বুঝি আজ শ্রান্ত।
মোর নিভৃত হিয়ার মাঝারে কে তুমি
দেখা দিলে ওগো পান্থ!
তোমারি চরণ পরশে আমার
পুলকে ভরিল প্রাণ।
কানে কানে মোর কি বোলে যে সখা
গাহিলে আজিকে গান।
তোমারি পুলক পরশে আমার
কম্পিত বুক খানি।
কি নব আবেশে হইল বিহ্বল
আমিত তা নাহি জানি!
চমকিত হয়ে দেখিনু চাহিয়ে
তোমার করুণ মুখ।
অজানা হরষে ভরিয়া উঠিল
আজি সে আমার বুক।
নূতন অতিথি এসেছ আজিকে
নবীন সাজেতে এথা।

ঝরা ফুল।

কি দিয়া পূজিব কি দিয়া তুষিব
শুধু মরণের ব্যথা।
বলিব তোমারে নিভৃতে বসিয়া
হৃদয় কপাট খুলে,
জানাব তোমারে মরণ বেদনা
ধুইয়া আঁখির জলে।
আজ নিরস হৃদয় মরুতে আমার
ঢালিলে অমৃত ধারা।
অনিমেষে তাই চাহিয়া রহিনু
হইয়া আপন হারা।
প্রতি পদার্পণে তোমারি যে বঁধু
বহিল মলয় বায়,
প্রেমপুলকে গাইল কোকিলা
মধুর স্বরেতে তায়।
নিকুঞ্জ মাঝারে ফুটিল কুসুম
গুঞ্জরিল মধুকর।
স্বরগ মরত সুধায় ভরিল
এ জগৎ চরাচর।
কি কাজে এসেছ হে নব অতিথি
জানিতে ব্যাকুল প্রাণ।

ঝরা ফুল।

অতীতের ভুলে আজ দেখা দিলে
তুলিয়া মধুর তান।
ডাকি নাই আমি কখন তোমারে
ভুলেছিনু তাই এসে।
জাগাইয়া দিলে মধুর পরশে।
মধুময় হাস হেসে।
যদি দয়া করে হৃদয় কুটিরে
আসিয়াছ ওগো মম।
ছিল শুষ্ক মালাটি আমার
লহ ওহে প্রিয়তম।
কি দিয়া পূজিব কি দিয়া তুষিব
ওহে রাজ অধিরাজ ॥
রিক্ত কুসুম সাজিটী আমার
নাহি গো কুসুম আজ।

শিশুর প্রতি

স্বরগের ফুল তোরা কেন এলি এ ধরায়
রোগ শোক পূর্ণ এই সংসার মরুতে হায়।
দুঃখ দগ্ধ প্রাণে মোর কেন বা অমৃত ঢালি,
এলি কি কারার মাঝে বন্ধন করিতে খালি।
এ সংসার শ্মশানেতে কেন ওগো ফোটে ফুল
অকালে শুখাবে যদি—বিধাতার একি ভুল।
কোথা হতে এলি তোরা থাকিবি কি যাবি চলে,
উষাতে ফুটিয়া ফুল সাঁঝে কি পড়িবে ঝরে।
এ সংসার মরুমাঝে কেন ওগো ফোটে ফুল।
অকালে শুখাবে যদি—বিধাতার একি ভুল।
কেন দুদিনের তরে এলি বল এ ধরায়।
যদি চলে যাবি কেন পরালি শিকল পায়।
দুঃখ দগ্ধ প্রাণে মোর মধুর অমৃত ঢালি
এলি কি কারার মাঝে বন্ধন করিতে খালি।
শুধুই কি তবে তোরা কাঁদাইতে এলি হেথা
শুধুই কি এ মরমে দিবিরে দারুণ ব্যথা॥

দোলপূর্ণিমা

বসন্ত পূর্ণিমা নিশি, পূর্ণশশী হাসি হাসি
নীলাকাশে শোভে মনোহর।
সুমন্দ মলয় বায়, কাঁপাইয়া লতিকায়
ধীরে ধীরে বহিছে মধুর।
কুসুম পরাগ মাখি, ভ্রমরা পুলকে ছুটি
মধুকর করে মধুপান।
বন উপবন যত, হইয়াছে কুসুমিত
বিহগ গাইছে সুখে গান।
শ্যাম সহকার পরে, কোকিলা পঞ্চম স্বরে
মধুরে ছড়ায় কুহুগান।
সুনীল আকাশ তলে, বৌ কথা কও বলে
পাপিয়া ঝঙ্কারী তুলে প্রাণ।
মল্লিকা মালতি বেলা, ফুটি রূপে করি আলা
সুবাসেতে ভরিয়াছে দিশি।
(আজি) বসন্ত পূর্ণিমা নিশি, প্রেমে মগ্ন ব্রজবাসী
ফাগু রঙ্গে শোভে দশদিশি।

ললিত ত্রিভঙ্গকায়, আবিরে আবৃত তায়
ঢাকা গেছে কালো রূপে কিবা।
কি করুণা মাখা আঁখি, প্রেমের কুহকে ঢাকি
গোপবালা সনে লীলা খেলা।
ব্রজ গোপবালা গণে, ফাগুরঙ্গে হোলি গানে
আবির কুঙ্কুম আদি আনি।
চুয়া চন্দনের বারি, ফাগুরঙ্গে পিচকারি
শ্যাম অঙ্গে দেয় ডারি ডারি।
কোন সখি বাম করে, আবির কুঙ্কুম ধরে
শ্যাম অঙ্গে দেয় হাসি হাসি।
আজ মদন মোহন হরি, রাই সনে খেলে হোলি
প্রেমেতে পূর্ণিত ব্রজবাসী।
আজ লাল যমুনাতট, ফাগে লাল পথঘাট
লাল যত ব্রজের নাগরী।
অরুণ কপোল তলে, মরি কি মাধুরী খেলে
শিথিল সে বসন কবরী।
বলয় মল্লিকা হার, শ্লথ হয়ে গেছে তার
অঞ্চল চঞ্চল ভূমে পড়ে।
শ্যাম প্রেমে সব ভুলে গিয়াছে ব্রজের মেয়ে
হোলির খেলায় আজ সেজে।

ঝরা ফুল।

প্রেমে দোলে তরুলতা, যেন শ্যামে কহে কথা
সমীরণে যেন বাজে বাঁশী।
শ্যাম প্রেমে আত্মহারা, আজ ব্রজগোপিকারা
ফাগুরঙ্গে লাল দশদিশি।

বংশী শ্রবণে

শারদ প্রভাতে মাধবী নিশীথে
যখন তোমার বাঁশীটি বাজে।
কি জানি কেমন করে মোর প্রাণ
যেতে নাহি পারি সরমে লাজে।

গুরুজন মাঝে রহি গৃহকাজে
ফুকারি কথাটি বলিতে নারি।
বাঘিনীর মাঝে হরিণীর সম
দীরঘ শ্বাসটি গোপন করি।

ঝরা ফুল।

কোথা হতে সুর ভেসে আসে কানে
চির পরিচিত মধুর স্বর।
মরমের মাঝে প্রবেশি সজনী
হিয়ার মাঝারে হানে গো শর।

মধুর মুরলী প্রেমমন্ত্র বলি
সদাই আকুল করে যে প্রাণ।
আয় আয় বলি ডাকিয়ে মুরলী
পাগল করে সে বাঁশীর গান।

সরমের কথা মরমের ব্যথা
কারে বা জানাই বললো সখি।
বঁধুর মধুর বাঁশীটি বাজিলে
আমাতে যে আমি নাহিক থাকি।

কোথায় আমার বসন ভূষণ
কোথায় আমার গৃহের কাজ।
সব ভুলে যাই কান পেতে ধাই
আপনা হারাই লোকের লাজ।

ঝরা ফুল।

মুরলীর গানে বিবশা সবাই
বকুল মুকুল ঝরিয়া পড়ে।
মলয় বাতাস বহে না বহে না
সেও কি আকুল বাঁশীর স্বরে।

কুঞ্জ কুটীরে কুসুমের পরে
বুঝি বা ভ্রমরা ঘুমায়ে ছিল।
বাঁশরীর গানে মধুময় তানে
ফুল মধুপানে বিরত হোল।

শাখে বসি পাখী নিমীলিত আঁখি
বাঁশরীর সুধা করে সে পান!
বাঁশরীর স্বরে বিহ্বল হইয়ে
নয়ন মুদিয়া করে সে ধ্যান।

বংশীর রবে কুরঙ্গিনী দল
চমকি থমকি দাঁড়ায়ে রয়।
গাভী বৎসগুলি তৃণ মুখে তুলি
আহারে বিরত হইয়া যায়।

ঝরা ফুল।

এই মুরলীর বাণী অনাহত ধ্বনি
সখিরে যাহার মরমে বাজে।
পাগল পরাণ ছুটে যায় তার
বাঁশীর স্বরেতে আপনি মজে।

সুনীল গগনে হাসে যবে চাঁদ
বনফুল সব ফুটিয়া উঠে।
তমালের মূলে কদম্বেরি তলে
শ্যামেরি বাঁশীটি ফুকারি উঠে।

গভীর নিশীথে যদিও সজনী
ক্ষণেকের তরে ঘুমায়ে থাকি।
রাধা রাধা বলি বাজয়ে মুরলী
পাগল করে যে আমারে ডাকি।

জাতি কুলমান ধরম সরম
যা কিছু সজনী আমার ছিল।
সর্ব্বনেশে বাঁশী করিল উদাসী
ব্রজে বাস আর নাহিক হোল॥

যামিনী।

গাঁথি ফুলমালা তাম্বুলের ডালা
সাজায়ে নিকুঞ্জ বন।
রাই কমলিনী জাগিয়া যামিনী
শ্যাম পথ চাহি র'ন।
কুসুমের হার রাখি চারিধার
কুসুম নয়ন পাতি।
অগুরু চন্দন সুরভি কর্পূরে
জ্বালাইয়া ঐ বাতি।
ক্রমে ক্রমে হল গভীরা রজনী
না আইল কাল শশী।
বিরহ বিধুরা বিনোদিনী রাই
বঁধু আশে আছে বসি।
মরমের ব্যথা না পারে ঢাকিতে
কহে সহচরীগণে।
বৃথা আর কেন এ ফুল শয়ন
সাজালি বা তোরা বনে।
যত ফুলমালা তাম্বুলের ডালা
সব সখি দূরে রোল।

ঝরা ফুল।

নিশি পোহাইল বঁধু না আসিল
বিফল যামিনী গেল।
ওই সুখতারা উদিল আকাশে
অলস চাঁদিমা ম্লান।
শিথিল বসন ভূষণ কবরী
বিরহ তাপিত প্রাণ।
প্রাতঃসমীরণে নিকুঞ্জ কানন
ধীরি ধীরি বহে যায়।
কুঞ্জ কুটীরে প্রভাতীর সুরে
ডাকিছে বিহগ চয়।
বৃষভানু সুতা বিরহ ব্যথিতা
ধরায় শয়ন করে।
নয়নের জলে ভাসাইছে বুক
শ্যাম বঁধু নাহি হেরে।
হেথায় যখন মদন মোহন
নটবর রূপ সাজে।
আসিতে ছিলেন শ্রীরাধাকুঞ্জেতে
নব অভিসার সাজে।
পথের মধ্যে কিশোরী চন্দ্রা
আগুলিল এসে পথে।

ঝরা ফুল।

বহুদিন হতে তৃষিতা চন্দ্রা
প্রেমের পূজাটি দিতে।
সজল নয়নে মদন মোহনে
ধরিয়া কোমল করে।
কহেন চন্দ্রা কৃপা করি আজ
চলহ দাসীর ঘরে।
যদি আজ মোর কথা নাহি রাখ
জীবন ত্যজিব জলে।
নতুবা এখনি পরাণ ত্যজিব
তোমারি চরণ তলে।
মধুর হাসিটি হাসিয়া নাগর
চলেন চন্দ্রার সাথে।
জ্যোৎস্নাফুল্ল কুঞ্জ কাননে
সুরভী মলয় বাতে।
ফুলের আসনে বসায়ে চন্দ্রা
সেবা করে কত সুখে।
বুকভরা তার পিপাসা লইয়া
বসিল শ্যামের আগে।
নিজ হাতে গাঁথা বকুলের মালা
তুলে দেয় শ্যাম গলে।

অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরি চন্দন
মাখাইয়া শ্যাম ভালে।
যতনে আনিয়া তাম্বুল কর্পূর
শ্যাম মুখে তুলে দিল।
সোহাগ মধুর বচনেতে তাঁরে
কত ছলে ভুলাইল।
ভকত বৎসল মদন মোহন
ভুলিয়া চন্দ্রার ছলে।
পুলক হরষে করেন বিলাস
শ্রীরাধা রাণীরে ভুলে।
অস্তমিত শশী কৌমুদী তখন
বিষাদে আবরে মুখ।
কুঞ্জ কাননে প্রভাতীর তানে
গাহিতেছে শারি শুক।
প্রমাদ গণিয়া চতুর বঁধুটী
শ্রীরাধাকুঞ্জেতে আসে।
গলে পীতবাস মুখে মৃদু হাস
দাঁড়ান রাধার পাশে।
বঁধুরে দেখিয়া মানিনী তখন
বদনে বসন ঝাঁপি।

বিমুখী হইয়া বসিল তখন
মুদিত করিয়া আঁখি

যূথীকা।

মরি কিবা যূথীকার দাম
শুভ্র রূপে অমল ধবল।
নিষ্কলঙ্ক মুখেতে মধুর
ঢালিতেছে ওই পরিমল।

কমনীয় সৌন্দর্য্য তোমার
ধরামাঝে কিবা অনুপম,
নৈসর্গিক শোভার ভাণ্ডার
ওরে ক্ষুদ্র যূথীকার দাম।

নাহি জানে ছলনা চাতুরী
প্রেমপূর্ণ ক্ষুদ্র বুকখানি
সরমেতে হয়ে আছে ভোর।
যূথীকা কি নবোঢ়া কামিনী।

ঝরা ফুল।

প্রেমপূর্ণ কোমলতাময়
লাজমাখা আঁখি দুটি তোর।
নাহি জানে তুষিতে ভ্রমরে
সরমেতে হয়ে আছে ভোর।

কিবা শোভা মৃদু নিরমল
যূথীকার মৌন মৃদুহাস
কি স্বর্গীয় সুষমা পূরিত
ঘ্রাণে তোর নাহি মিটে আশ

রে যূথীকা ফুল্ল ফুলরাণী,
দেবের পবিত্র অর্ঘ্য তুমি !
নিরমল পবিত্রতা মাখা
মনপ্রাণ হরে লও তুমি।

ও কোমল তনুখানি তোর
সাজিয়াছে কিসলয় বাসে।
হেরি তোর ও নব মাধুরী
নয়নেতে মোর জল আসে।

মহাপ্রয়াণে।

সংসারের কোলাহল হতে আজ তুমি
কোন সুদূরের পথে অজানার দেশে
চলে গেলে একাকী সে নির্ভয় হৃদয়ে।
সীমাহীন সঙ্গীহীন অনন্তের ধামে
কর্ম্মশ্রান্ত দেহে আজি লভিতে বিরাম।
যাও তুমি যাও সেই আনন্দ কাননে
আনন্দময়ীর কোলে চিরশান্তি ভরে।
নিশিদিন সমভাবে আনন্দ হিল্লোল
বহিতেছে সেথা আনন্দ সঙ্গীত গান।
গাহিতেছে পাখী উঠিতেছে অবিরাম
আনন্দের ধ্বনি নাহি সেথা জরা ব্যাধি,
নাহি কোন ক্লেশ সংসারের তাপ জ্বালা
নাহি দুঃখ লেশ চির শান্তিময় সেই
শান্তিধামে গিয়া লভিলে অনন্ত শান্তি,
প্রাণরাম পাশে গিয়া আনন্দ অন্তরে।
কিন্তু সেবিকারে তুমি চরণেতে ঠেলি
চলি গেলে একা তুমি অমরার পুরে।

ঝরা ফুল।

ওই দেখ দিগাঙ্গনা বরষি কুসুম।
মন্দারের মালা হতে আসিছে লইতে
অগ্রগামী হয়ে তোমা ত্রিদিবে মঙ্গল বাদ্য
বাজিতেছে তাই অমরার পুরে আজ
বাজিছে দুন্দুভি। নিষ্ঠাবান জ্ঞানী
কর্ম্মী সাধক প্রবর। সাধিয়া সকল
কাজ অবহেলে তুমি জীবনের পরপারে
লভিলে বিশ্রাম। বাল্য জীবনের ছিলে
ক্রীড়াসাথী মোর। যৌবনের সহচর
বিলাসে ব্যসনে বন্ধুসম ছিলে তুমি,
শিক্ষায় দীক্ষায় উপদেষ্টা গুরু মম
ছিলে যে আমার। শুধু স্বামী প্রভু নও
কর্ত্তব্য পালনে স্নেহ প্রেম ভালবাসা
ছিল যে অসীম শিক্ষাগুরু তুমি মোর
প্রৌঢ়ের চিন্তায় পরমার্থ জ্ঞান ভক্তি
দিয়াছ আমারে। সংযমী সাধক তুমি
ব্রহ্মপরায়ণ। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত মোরে
শিখালে যতনে নিবৃত্তির পথে আনি।
নাহি ছিল কুটীলতা নাহি ঈর্ষা দ্বেষ।
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি চিরাদৃত তব।

ঝরা ফুল।

বিদ্যাদান ব্রত ছিল জগতে তোমার
সমদর্শী শাস্ত্রজ্ঞানী ক্ষমাশীল তুমি
দেবতার মত ছিলে নির্ম্মল স্বভাব।
সুখদুঃখ একই ভাবে করিয়া বহন।
হাসিমুখে বহিয়াছ কর্ত্তব্যের ভার
সমাধিয়া আজ তব জীবনের ব্রত
সুখেতে চলিয়া গেলে অমরার পুরী।
আমারে করিয়া লও তোমার সঙ্গিনী
আমরণ দাসী আমি মিনতি আমার
ভুলে নাহি থেক মোরে চরণে তোমার
ঠেলিও না হে সাধক পুরুষ প্রবর॥

স্মৃতি।

কুসুম ঝরিয়া গেলে তবু তার সৌরভেতে
স্নিগ্ধ থাকে প্রাণ।
বসন্ত চলিয়া গেলে তবু তার চিহ্ন থাকে
কোকিলার গান।

ঝরা ফুল।

রজনী চলিয়া গেলে বিলাস পলায় দুরে
তবু তার ছায়া টুকু থাকে
চন্দন শুখায়ে গেলে তবু তার গন্ধটুকু
রহে অঙ্গে লেগে
কোন অজানার পথে যদিও চলে গেছে
তবু তার স্মৃতি
পূর্ণ আছে এ হৃদয়ে পূর্ণ তাঁর ছায়া লয়ে
পূর্ণ দিবারাতি।
নিরজনে সে দেবেরে অশ্রুমালা পরাইয়ে
চাহি দিশি দিশি।
সারারাতি তারই ধ্যানে কাটাই গো সঙ্গোপনে
প্রতি নিশি নিশি।
প্রভাতের তারকার সম সে
বিবর্ণ সে পাণ্ডু মুখছবি।
হৃদিমাঝে আঁকা আছে মোর
ভুলিতে কি পারি সেই স্মৃতি।

স্নেহাস্পদ পুত্রের বিদায় উপলক্ষ্যে

একদিন হারাইয়াছিনু
আমার যে হৃদয়ের নিধি।
না জানি কোন পুণ্যফলে
এনে দিলে তারে আজ বিধি।

দুদিনের তরে কেন এসে
বেঁধে গেলে এই মায়াপাশে।
আশা ছিল পেয়ে তোমা ধনে
বাঁধিব আবার স্নেহপাশে।

দুদিনের সাথী হয়ে তুমি
দেখা দিয়ে দুঃখিনী মায়েরে।
হৃদে দিয়ে দারুণ বেদনা
চলে যাবে কোন দেশান্তরে

জননীর স্নেহের বাঁধন
খুলিয়া কি পারিবে যাইতে
মা বলে কি রহিবে স্মরণ
সুদূর সে প্রবাসের পথে।

ঝরা ফুল।

নিষ্কলঙ্ক দেবতার সম
কি দিয়া গড়া হৃদিখানি।
কত দয়া কত স্নেহ ভরা
সুমধুর মধুময় বাণী।

কি দিয়া যে গড়িয়াছে বিধি
নিরজনে বসিয়া সে মায়।
সরল পবিত্র প্রাণখানি
মুক্ত শুভ্র চাঁদের জোসনায়।

বিদ্যা জ্ঞান প্রতিভা মণ্ডিত
দেখিবারে শুভ্র মুখখানি
দিবানিশি কেন যে মনে হয়
বেঁধে রাখি স্নেহ ডোরে আমি

জননীর অমল চিত্ত স্নেহ
ঢেলে দিয়ে সহস্র ধারায়
কি আনন্দ পাই এ হৃদয়ে
কভু তাহা দেখাবার নয়।

ঝরা ফুল।

বোধ হয় জন্মান্তরে আমি
পুত্রভাবে সেবেছি তোমারে
নতুবা আবার কেন মোরে
বাঁধিলে এ স্নেহের নিগড়ে।

আনন্দ নির্ঝর তুমি মোর।
আনন্দ পুরিত তব প্রাণ।
বরিষার ধারাসম ছুটি
দুকুল প্লাবিয়া গাহে গান।

যতবার হেরি মুখখানি
স্নেহে ভরে উঠে মোর প্রাণ
মাতৃস্নেহ অপার্থিব যেন
নাহি চায় কোন প্রতিদান।

যথা রও চির সুখী হও
জননীর স্নেহ আশীর্ব্বাদ
অশ্রু আজ না মানে বারণ
হৃদে উঠে গভীর বিষাদ॥

শ্রীকৃষ্ণ ।

কোথায় আমার পরাণের সখা
বাঁকাশ্যাম বনমালী।
আমি দাঁড়ায়ে রয়েছি তোমারি আশায়
লইয়া ভকতি ডালি ।
বামে শিখী চূড়া পরি পীত ধড়া
গলে দিয়ে বনমালা,
আমার হৃদি-বৃন্দাবন আলো করি তুমি
আসিয়া দাঁড়াও কালা ।
তব নব জলধর রূপ ঢর ঢর
শ্যাম রূপের প্রভা,
(তাহে) অতুল মাধুরী নবীনা কিশোরী
স্থির বিজুরী রেখা ।
বামে লয়ে তব রাই কিশোরীরে
বারেক দাঁড়াও আসি ।
আমি হেরিয়া দোঁহার যুগল মাধুরী
আনন্দ সাগরে ভাসি ।
আমার এ মরুতে, তুমি ও হে সখা

ঝরা ফুল।

শান্ত শীতল বারি,
মরমের সখা পরাণের বঁধু
আমি আঁখি পালটিতে নারি।
হে চির বাঞ্ছিত! এস হে দয়িত!
এস হে হৃদয় পটে,
মধুর বাঁশীটি বাজাও তোমার
প্রেম-যমুনার তটে।

স্মৃতি-রেখা।

দলিয়া চলিয়া গেছে
ভেঙ্গে দিয়ে হৃদি মোর;
তবু কেন তারি তরে
ঝরিতেছে আঁখি লোর

তবু কেন জাগে মনে
তার সেই মুখ খানি,
মরমের মাঝে কেন
জাগে তার মধুবাণী।

ঝরা ফুল।

ফুল ফুটেছে মরুমাঝে
এ সংসার সাহারায়,
শুধু প্রাণ তারি তরে
কাঁদে দিবানিশি হায়।

কেড়ে নেছে জীবনের
যা ছিল তা কার সব।
সুখ শান্তি আনন্দের
না ছিল গো [illegible]।

পাগল ভিখারী আজ
ঘুরিছে তাহার তরে।
নিভে গেছে নয়নের
আলোটি আঁধার করে।

ছিঁড়ে গেছে একেবারে
এ হৃদি বীণার তার।
মরমের পাশে শুধু
উঠিয়েছে হাহাকার।

ঝরা ফুল।

থেমে গেছে মাঝখানে
সেই সাহানার তান।
ভেঙ্গে গেছে হৃদি বীণা
আর না গাহিবে গান।

এ জগতে একা আমি
আমার দোসর নাই।
একা কাঁদি একা হাসি
বিধাতা বিমুখ তাই।

শূন্য প্রাণ শূন্য মন
শ্মশান হয়েছে হৃদি।
নিভেছে সুখের দীপ
শুধুই আঁধার রাতি।

যার লাগি কাঁদে প্রাণ।
তার স্মৃতি জাগি রয়।
যার লাগি হেন দশা
তারে তবু মনে হয়।

ঝরা ফুল।

মনে হলে সেই মুখ
এখনও হৃদয় পটে।
শূন্য বুকে সে প্রেমের
এখন ও তরঙ্গ ওঠে।

যেখানেই থাক তুমি
দিও মোর প্রাণে বল।
তব ধ্যানে এজীবন
রহে যেন অবিচল।

সংসার সংগ্রামে জয়ী
হয়ে যেন যেতে পারি
এইবার দয়াময়
জীবন বল্লভ হরি॥

বংশীধ্বনি শ্রবণে।

জোছনা মণ্ডিত রজত যামিনী,
গভীর নিশীথ নীরব অবনী,
সুপ্ত গোকুল ব্রজের রমণী,
সহসা বাজিল বাঁশী।

সে বাঁশীর গানে যমুনার জল
উজানে বহিল প্রেমে ঢল ঢল;
দশদিশি হোল পুলকে বিহ্বল
যত চরাচর বাসী।

স্থাবর জঙ্গম পুলকে ভরিল,
পশু পাখী প্রেমে নয়ন মুদিল,
দিগন্ত ভেদিয়া সে স্বর উঠিল
স্বরগ মরত ধরা।

সবার শ্রবণে ভাসিল সে সুর
আনন্দ রসেতে হিয়া করি পুর,

ঝরা ফুল।

প্লাবিত করিল এই ব্রজপুর
করিয়া আপন হারা।

সে স্বরে কদম্ব পুলকে ফুটিল,
কুসুমের দাম বিকসিত হোল।
কুঞ্জ কুটীর ভরিয়া উঠিল।
হইল পাগল পারা।

মলয় পবন নিচল হইয়ে
দাঁড়ায়ে রহিল সে স্বর শুনিয়ে,
বকুল মুকুল পড়িল ঝরিয়ে,
সবে হল দিশে হারা।

উল্লাসে তটিনী কুলুকুলু স্বরে
ভেটিতে চলিল প্রাণ বঁধুয়ারে
গদগদ হয়ে প্রেম অভিসারে
মুগ্ধ বিবশা পারা।

মুরলীর স্বরে হইয়া আকুল
পাখা তুলি নাচে যত শিখীকুল,

ঝরা ফুল।

চমকি থমকি কুরঙ্গিনী কুল
স্তব্ধ হইল তা'রা।

শুনে বেণুগান ব্যাকুল পরাণ
ঊর্দ্ধমুখী ধেনু সজল নয়ান
তৃণ মুখে তুলে গেল সব ভুলে
স্তনে দুগ্ধধারা ঝরে।

স্থাবর জঙ্গম জড় অচেতন
বাঁশরীর গানে ব্যাকুল পরাণ
ধ্যান করে তারা মুদিয়া নয়ন
সেই পদরেণু হেরে।

প্রেমে ঝরে ওই সবাকার আঁখি
বাঁশরীর গানে কাঁদে প্রাণ একি,
পরাণ মাতান ওই সুরে সখি
জীবন মনটি কাড়িয়া লয়।

ওই মুরলীর বাণী অনাহত ধ্বনি
কানেতে আসিলে মরমে সজনী

ঝরা ফুল।

পাগলিনী করে সব লয় হরে
মান লাজ কুল নাহিক রয়॥

তুমি

তুমি নাথ নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশধর।
আমি হই মলিন মানব।
মায়া মোহ কালিমায় আবৃত অন্তর।
তুমি হও জীবনের পবিত্র ভাস্কর।

এ জড় দেহেতে তুমি চৈতন্য স্বরূপ।
আমি মন তুমি হও বুদ্ধি বল তার।
আমি অনুকণা তুমি পরম পুরুষ।
বিরাট রূপে তুমি সকল সংসার।

তুমি হও পূতঃময় পবিত্র অনল।
আমি হই তোমার ইন্ধন।

তুমি আত্মা জ্ঞান জ্ঞেয় রূপে।
তুমি হও আমার সকল।

সুখদুঃখভোগী আমি তুমি নির্ব্বিকার।
অন্তর্য্যামী তুমি পরাৎপর।
নিত্য তুমি, তুমি নিরঞ্জন।
প্রাণারাম তুমি যে আমার॥

মাতামহ ৺মদনমোহন তর্কলঙ্কার দেবের প্রতি।

এসেছিলে একদিন এ মরত ধামে।
মদন মোহন তুমি মদনের মন,
মোহিবারে বুঝি এই ধরণীতলে।
রূপে গুণে ছিলে দেখ তুমি অতুলন।
ছিলে এ সংসার মাঝে দেবতা সমান।
উদার হৃদয় তব। দীনের দুঃখেতে
ফেলিয়াছ নয়নের কত অশ্রুবারি।

সদানন্দময় মুখ সুহৃদ বৎসল।
সংসারে নির্ভীক চেতা ছিলে চিরদিন।
চিরহাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি সৌম্যকান্তি তব।
মধুর প্রকৃতি ছিল, মধুময় বাণী।
যে দেখেছে একবার সেই মুখখানি
ভুলিতে পারেনি আর জনমের মত।
পিতৃ মাতৃ ভক্ত ছিলে দয়ার আধার
ভারত মাতার তুমি ছিলে সুসন্তান।
বিশ্বের মঙ্গল তরে তোমার পরাণ
কাঁদিত যে দিবানিশি, জগৎ কল্যাণে
তুমি সাধি নিরন্তর, করিয়াছ স্বদেশের
অশেষ মঙ্গল, অবহেলে সমাজের
ভ্রূকুটী কুটিল। পারে নাই টলাবারে
একদিন তোমা কঠোর কর্ত্তব্য হতে।
নারীশিক্ষা তরে তুমি বড় সযতনে
স্বহস্তেতে স্থাপিয়াছ বেথুন স্কুল।
অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি সেই বেথুনের
আজ মোরা দেখিতেছি তোমারি চেষ্টায়
নারী সমাজের কত ঘুচেছে দুর্গতি।
কন্যাদের বিদ্যালয়ে করিয়া প্রেরণ

ঝরা ফুল।

সহেছিলে সমাজের কত নির্য্যাতন।
নির্ভয় হৃদয়ে তুমি স্বদেশ সেবক।
সাধিয়াছ কত শত জীবের মঙ্গল
পরহিত ব্রতে রত হ'য়ে চিরদিন।
কল্পনা কুঞ্জের কবি ভাবুক প্রবর
মানস মন্দিরে রাখি কল্পনা সুন্দরী
বসায়ে যতনে তারে গাঁথি নবমালা
বাসবদত্তার হার পরালে গলায়।
কল্পনা কুঞ্জের পিক মদন মোহন।
লিখি "শিশু শিক্ষা" শিশু মঙ্গলের তরে
রাখিবারে ধরাতলে তোমার রচনা গাঁথা
মধুর কবিত্বময়। কলকণ্ঠে তুমি
গাহিয়াছ যেই গান "প্রভাত বর্ণন"
চিরদিন রবে গাঁথা হৃদয়ে সবার
'শীতল বাতাস বয় প্রভাত সমীর
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির'
গাঁথা আছে হৃদে মোর মধুর সে কথা।
এখন মোদের প্রাণে ঢালে সুধাধারা
রসতরঙ্গিনী তব। হে রসিক বর!
তোমার সে পদচিহ্ন অনুসারি আমি

ঝরা ফুল।

তোমার চরণে দিনু এই ফুলহার।
ভকতির মালা দিয়ে চরণ সরোজে
প্রণমিনু দেব মোর ক্ষম অপরাধ।
ভারতীর প্রিয় পুত্র হে অমর কবি!
মাতামহ দেব তুমি মদন মোহন।

মহাত্মা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভুষণের মৃত্যুতে

একি কথা শুনি আজ নিদারুণ বাণী।
বিষম অশনি সম বাজিল হৃদযে।
সংসারের স্নেহমায়া সকলি পাসরী
গেলে দেব চিরতরে মোদের ত্যজীয়া
কোন অজানার দেশে সীমাহীন পথে।
আর না হেরিব মোরা সে পদ যুগল
আর না শুনিব সেই মধুময় বাণী।
স্নেহমাখা সৌম্যমূর্ত্তি দেবতার সম।
করুণায় ভরা আঁখি উদার পরাণ।

সরলহৃদয় সেই সুমধুর ভাষা।
আর না হেরিব মোরা হায় এ জনমে।
স্বদেশ প্রেমিক কবি সত্যের আধার।
ভারতীর প্রিয় সুত। বিদ্যার ভাণ্ডার।
আর্য্য দর্শনের কবি ভারত গৌরব
ভারত মাতার তুমি ছিলে সুসন্তান
সরল নির্ভীক চেতা ন্যায়পরায়ণ।
মুক্ত হস্ত ছিলে তুমি দীনের সেবায়।
কাঁদিত তোমার প্রাণ দীনের ব্যথায়।
বিদ্যার আদর্শ ছিলে, জলধি বিদ্যার।
ধৈর্য্যে হিমাচল সম। হে বিশ্ব প্রেমিক!
বিশ্বের কল্যাণ তরে, নির্ভয় হৃদয়ে
অটল অচল ছিলে গিরির সমান।
সাধিবারে জগতের অশেষ কল্যাণ।
লিখেছিলে 'আত্মোৎসর্গ' আত্মোৎসর্গ করি
লিখেছিলে মহাত্মন! শান্তির পাগল
শান্তিহারা, চিত্ত হয়ে হে সাধকবর!
লিখেছিলে ম্যাটসিনী জীবন কাহিনী
স্বদেশ প্রেমিক জনে আঁকি তুলিকায়।
অতুল তুলিতে তব। হে সাহিত্য রথী!

ঝরা ফুল।

এখনও তোমার ছবি আঁকা আছে
মনে। হৃদয় পটেতে, আঁকা রবে চিরদিন।
সে স্নেহ তরুর ছায় বসিলে সবার
জুড়াইত শ্রান্ত ক্লান্ত তাপিত হৃদয়।
দয়ার আগার ছিলে হে বন্ধুবৎসল।
অকালে চলিয়া গেলে ছাড়িয়ে সবায়।
প্রিয় পরিজনগণে। অমরার পুরে
ঐ দিগঙ্গিনী দল বরষি কুসুম, মন্দারের
মালা হাতে, আসিছে লইতে সাদরে
তোমায় কবি। ত্রিদিবে মঙ্গলবাদ্য
বাজিতেছে তাই, সুরপুরে আজ ওই দুন্দুভি
আত্মত্যাগী জ্ঞানী কর্ম্মী সাধকপ্রবর।
সাধিয়া সকল কাজ মর জগতের
জীবনের শেষ দিনে লভিলে বিশ্রাম।
চিরদিন মোরা ওই চরণযুগল
মানস কুসুমে মোরা পূজিব যতনে
নিভৃতে আঁখির জলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া
রাতুল চরণ দুটী।

পুরীধাম।

(৺জগন্নাথ দেবদর্শনে তাঁহার প্রতি।)

বহুদূর হতে আসিয়াছি দেব,
হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে।
দাও শান্তি বারি ওহে কৃপাময়,
তাপিত চিত্ত অনাথে।
বড় পাপী আমি হে দীন শরণ,
আসিয়াছি তব দুয়ারে।
হেরি আঁখি ভরি দেহ দরশন,
মুছি শোক অশ্রুধারে।
কিবা উপহার দিব তোমা নাথ,
এই নয়নের জলেতে।
তোমার অতুল কমল চরণ,
আসিয়াছি আজ ধুইতে।
ভকতি প্রসূনে গাঁথিয়াছি মালা,
লহ দেব উপহার।
প্রেম চন্দনে মাখায়ে এনেছি,
খুলিয়া হৃদয় দ্বার।

ঝরা ফুল।

প্রীতি-অর্ঘ সহ ভকতি কুসুম,
অঞ্জলি দিতেছি পদেতে।
আর সেই সনে যাহা কিছু মোর,
সবি সঁপে দিনু তোমাতে।
অখিলের স্বামী নীলাচলে তুমি,
নীল মণিময় রূপেতে।
হেরিয়া তোমার চরণ রাজীব,
শোক তাপ যায় দূরেতে।
একদা একটী শ্রীগৌরাঙ্গতনু,
হরি নাম সুধারসে।
মিলাইল কিবা জাতি নির্ব্বিশেষ,
সবে প্রেমনীরে ভাসে।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আদি যত ভেদ,
ঘুচায়ে দেখালে তাই ;
সকলেই তুল্য এ বিমল ধামে,
তাইত বিমলা ঠাঁই।
(কিবা) সুনীল বারিধি সাগর রূপেতে,
করিতেছে আস্ফালন।
অপার অসীম তোমারি মহিমা,
ভুলাইছে ত্রিভুবন।

পাপী পুণ্যবান সকলে যে তুমি,
শত বাহু প্রসারিয়া।
তরঙ্গে তরঙ্গে দিতে আলিঙ্গন,
আসিছ বুঝি ছুটিয়া।
কিবা নীলমণিময় সাগরের কূলে,
নীলমাধব রূপেতে—
বিহরিছ প্রভু জগতের নাথ,
তুমি জগন্নাথ নামেতে।
কি আর বলিব হে জগৎ স্বামী,
তব পদে মম মতি।
যেন জীবনে মরণে জনমে জনমে,
রহে যেন এ মিনতি।

তোমায় ভুলে খুঁজছি শুধু
কোথায় আছ তুমি।

তোমায় ভুলে খুঁজছি শুধু

কোথায় আছ ওগো তুমি।

ভোরের আলো তোমার রূপে

ভুবন ছেয়ে পড়ছে চুমি।

তোমার আকাশ তোমার বাতাস

তোমার মধু সমীরণে,

গন্ধ ছড়ায় তোমার গুণের,

উধাও হয়ে পাগল প্রাণে।

পাহাড়' পরে নির্ঝর ধারে

তোমার রূপের ছায়া খেলে ;

শ্যামল ছায়ায় বিটপি লতায়

তোমার মধুর মলয় বহে।

সাঁঝের বেলায় খুঁজতে তোমায়,

নয়ন মুদে ডাকি আমি

শ্যাম তমালে তোমার সেরূপ,

হেরি আমি নয়ন ভরি।

ঝরা ফুল।

কোথায় তোমার মোহন চূড়া,
মধুর ঠামে বামে হেলা ;
কোথায় তোমার মুখর নুপুর
ঝুমু ঝুমু ক'রছে খেলা।
সাধ না পুরে আমার প্রাণে,
শুধুই তোমার পেয়ে সাড়া,
খুঁজি আমি দেশ বিদেশে,
হয়ে যে গো আপনহারা।
লুকিয়ে আছ কোথায় তুমি,
কোন্ হৃদয়ের মাঝে।
তাইতে সাধক তোমার ভাবে,
বিভোর হয়ে আছে॥

তুমিই সব

তুমিই সে নিদাঘ তাপিত
সুশীতল বারি।
তুমিই সে বসন্ত অনিল
দেহ স্নিগ্ধ কারী।
তুমিই সে কোকিল কূজন
ভ্রমর ঝঙ্কার।
তুমিই সে মত্ত শিখীরব
জলদ হুঙ্কার।
প্রাবৃটের তুমিই নীরদ,
স্বাদু জলধারা।
তুমিই সে চপলার প্রভা
দিক আলো করা।
সুশ্যামল শস্যপূর্ণ তুমি
শরতের ধরা।
হেমন্তের হিমানী যে তুমি
পত্র পুষ্পে ভরা।

ঝরা ফুল।

শীত ঋতু তুমিই সুন্দর
রূপেতে তুষার।
নিদাঘের নিবিড় বিটপে
স্বর্ণ ফল ভার।
পিতৃস্নেহ তুমি নিরমল
পবিত্র আধার।
পতি পত্নী হৃদয়ের মাঝে
প্রেম পারাবার।
তুমিই সে ভ্রাতা ভগ্নিমাঝে
স্নেহ অনুপম।
তুমিই সে পুত্র-স্নেহরূপে
বাৎসল্য বন্ধন।
আমি নাথ ভকতি বিহীনা
তোমার চরণে,
লভি যেন স্থান দয়াময়,
আমার সে অন্তিম শয়নে

প্রভু সকলি যে হেরি তোমাতে।

প্রভু এই জগতের মাঝেতে।
হেরি কতরূপ আমি তোমাতে।
ফলে ফুলে তুমি রয়েছ মিশিয়ে
তরু লতা আদি তৃণেতে।

হেরি তোমার রচনা অসীম
আমি ভুলিয়া যাই গো আপন
আমি ভুলে থাকি কত বেদন,
নব নবরূপে তোমারি প্রকাশ,
হেরি আমি জড় চেতনে।

ঐ উন্নত গিরি শিখরে,
ঐ কলতানময়ী নির্ঝরে,
ঐ শান্ত সলিল সাগরে,
প্রভু তব রূপভাতি হেরি নিতি নিতি
নিমেষে নিমেষে তোমারে।

ঝরা ফুল।

ঐ শারদ সুখ প্রভাতে,
ঐ মাধবী জোছনা রাতিতে,
ঐ চন্দ্র কিরণ ভাতিতে,
তুমিই সুন্দর তুমি সর্ব্বেশ্বর
চিৎরূপী তুমি জীবনে।

ঐ অসীম অনন্ত গগনে,
ঐ মন্দ মলয় নিঃস্বনে.
ঐ শান্ত মৃদুল পবনে,
তোমারি বিকাশ, তোমারি প্রকাশ,
হেরি আমি জড় চেতনে।

ঐ উষার অরুণ রাগেতে,
ঐ পাখীর ললিত গানেতে
ঐ ফুল্ল ফুলের মাঝেতে,
(প্রভু) তব রূপ ভাতি হেরি নিতি নিতি,
নিমেষে নিমেষে তোমারে।

ঐ উন্নত গিরিশিখরে,
ঐ কলতানময়ী নির্ঝরে,

ঝরা ফুল।

ঐ শান্ত সলিল সাগরে,

তোমারি স্বরূপ   তোমারি বিভূতি

কত রূপে হেরি তোমারে।

ঐ চন্দ্র সূর্য্য অম্বরে,

ঐ গ্রহ তারকাদি মাঝারে,

ঐ সৌর জগৎ মাঝারে,

তোমারি মহিমা   তোমারই গরিমা,

হেরি যে এ বিশ্ব মাঝারে,

(প্রভু) পূজা জপ তপ ধেয়ানে

তুমিই নিয়তি   তুমিই শকতি,

চিৎরূপী তুমি জীবনে।

সেই স্মৃতি।

সেইত শারদ জ্যোছনার সাথে

সেইত মলয় বিহরে।

সেইত অলস চাঁদিমা গগনে

সেইত অমিয় বিতরে।

ঝরা ফুল।

সেইত কোকিলা কুহু কুহু তানে
মধুরে গাহিছে গান।
সেইত কাননে ফুটিছে কুসুম
সৌরভ করিছে দান।
সেইত মধুর মলয়ার বায়ে
দুলিছে লতিকা গরবে।
সেইত সোহাগে তরুবর তারে
হৃদয়ে ধরেছে সোহাগে।
সে প্রেমের স্মৃতি সেই প্রেম প্রীতি
গাঁথা আছে সব হৃদয়ে।
সেই যে মধুর চাহনী যে তার
হৃদি কোলে আছে লুকায়ে।
সেই ভালবাসা প্রেম মদিরা
পাগল করেছে আমারে।
চাহি দিশি দিশি সারা নিশি নিশি
সদা থাকি তার খেয়ানে।
সে কি একবার মোরে মনে করে
ভুলেছে কি এই জনমে।
কত যুগ কত বরষ দিবস
কতদিন বহি গিয়াছে

ঝরা ফুল।

তবু এ পরাণ ভুলিবারে নারে
সেই ছবি হৃদে জাগিছে॥

সরস্বতী পূজা।

এস মা ভারতী বীণা ল'য়ে করে,
বোস মা কমল আসন উপরে,
উর দয়াময়ী শ্বেত পদ্মাসনা,
কমল বাসিনী সরোজ আসনা।

চরণ চুম্বিত শ্বেত শতদল,
সুষমা পূরিত প্রকৃতি অঞ্চল,
বীণা ঝঙ্কৃত গীতি সুললিত,
অয়ি ত্রিভুবন মোহিনী!

পিক মুখরিত কুঞ্জ কাননে।
শিহরিত ফুল বসন্ত পবনে।
আনন্দ বিহ্বল জগত ভুবনে,
এস এস ও মা জননী।

ঝরা ফুল।

ফুল্ল কুসুম উঠিবে ফুটিয়ে,
সুবাসেতে দিশি যাইবে ভরিয়ে,
মধুর মলয় যাইবে বহিয়ে,
তব পদার্পণে অবনী।

লহ সন্তানের ভকতি অঞ্জলি,
লহ সন্তানের প্রীতি অর্ঘ্য ডালি,
দেহ শিরে মাগো তব পদধূলি,
অয়ি জননী জননি!

বাকবিধায়িনী বিশ্বের জননী,
বিধিসুতা মাগো অয়ি বীণাপানি,
সুখদা বরদা ভুবন মোহিনী,
অয়ি জননী জননি!

সারা বরষের পরে আজি মোরা,
ডাকিতেছি মোরা হে মানসহরা,
উরঃ দয়াময়ী দীনের কুটীরে,
ডাকিতেছি মোরা কর দুটী যুড়ে।

ঝরা ফুল।

দীন হীন মোরা কি আছে সম্বল,
আছে শুধু মাগো নয়নের জল,
ভিখারীর মাতা তাহাই সম্বল,
ওগো জননী জননি !

বিশ্বেশ্বর বন্দনা।

বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ বিশ্বের জনক।
বিশ্বের আধার তুমি তুমিই বিশ্বের স্বামী
তুমি নাথ বিশ্বের পালক।
বিশ্বময় বিশ্ব রূপ তুমিই বিশ্বের ভূপ
বিশ্বের কারণ মূলাধার।
তুমি নাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বের প্রভু ঈশ্বর
পরাৎপর পরব্রহ্ম সার।
তুমি অখিলের পতি তুমি জগতের গতি
শিব তুমি হে মঙ্গলময়।
তুমি জগতের ধাতা ব্রহ্মা বিষ্ণু ভয়ত্রাতা
বেদ বিদ্যা তুমি জ্ঞানময়।

তুমি অগ্নি তুমি হোতা তুমি স্বাহা তুমি স্বধা
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা সর্ব্বময়।
মহাযোগী যোগেশ্বর নীলকণ্ঠ হে শঙ্কর
সৃষ্টি স্থিতি তুমিই প্রলয়।
সত্যময় শিব হয়ে প্রকৃতি পার্ব্বতী লয়ে
এই বিশ্ব করিছ সৃজন।
সৃজন পালন লয় তোমাতে উদ্ভব হয়
গুণাতীত দেব নিরঞ্জন।
তুমি প্রভু দিগ্‌বাস শ্মশানে তোমার বাস
ভালবাস বিভূতি ভূষণ।
ভালে শোভে শশীকলা কণ্ঠে তব হাড় মালা
ব্যাঘ্রাম্বর তোমার বসন।
তুষার সুশুভ্র কায় জটা জুট বেড়া তায়
শিরে তব মন্দাকিনী ধারা।
কিবা অপরূপ রূপ হেরে তব বিশ্বরূপ
বিশ্ববাসী আনন্দেতে ভোলা।
আনন্দ কানন বাসী বেষ্টিত বরুণা অসি
তাই এই বারাণসী ধামে।
অন্নপূর্ণা সনে হর বিহরিছ দিগম্বর
কি আনন্দে এ মহাশ্মশানে।

কাশী নাম দ্বি অক্ষর স্মরণে নিষ্পাপ নর
সর্ব্ব পাপে মুক্ত যে হেথায়।
কাশী ছাড়া কভু নও যুক্ত হয়ে সদা রও
অবিমুক্ত ক্ষেত্র তাই কয়।
হে ধূর্জ্জটী মহাকাল তুমিই করাল কাল
ত্রিলোকের তুমি ভয়ত্রাতা।
ভূতনাথ ভূতপতি তুমিই জীবের গতি
তুমি জগতের মোক্ষ দাতা।
তব পদে করি নতি বিশ্বনাথ বিশ্বপতি
ঘুচাও এ ভবের বন্ধন।
পঞ্চে যবে পঞ্চ প্রাণ পঞ্চ ভূতে যাবে মিশি
মহামন্ত্র দিও পঞ্চানন।

শেষের ডাক।

আজকে শেষের ডাক এসেছে
এখন খেলায় আছিস ভুলে।
নাই কো যে তোর পারের কড়ি
কি নিয়ে তুই যাবি চলে।

ঝরা ফুল।

ভাবতে হবে ঘাটে বসে
কোথায় যে তোর খেয়ার কড়ি
শূন্য হাতে গেলে পরে
পার হতে যে হবে দেরী।
তুলে নে তোর আপন বোঝা
কর্ম্মফলের বোঝা ভারি।
কি সম্বল বা আছে যে তোর
কি নিয়ে তুই পারে যাবি।
ভাবিস মিছে কাঁদিস মিছে
কাঁদলে কি পাবি খেয়া।
যা গেছে তোর সম্বল টুকু
চাইলে কি আর যাবে পাওয়া।
ভুলবে নাক কথায় সে যে
ভিজবে নাক চোখের জলে।
যেতেই হবে এ ঘোর রাতে
একা সকল সাথী ফেলে।
সে অজানা পথের মাঝে
আধারে যে একা যাবি।
রাখতে যদি চাস নিয়ে চল
সঙ্গে কিছু পথের দাবী।

ঝরা ফুল।

নিসম্বলে যায় না যাওয়া
পথিক তোমার সে পথ মাঝে ।।
সম্বল কিছু নিয়ে চল;
জীবনে তোর যাহা আছে।
যদিই থাকে ধর্ম্মপুঁজি
তবেই পারে হবে যাওয়া।
নহিলে কেবল মিছে কাঁদা
মিছে যে তোর শেষের চাওয়া ।।

সকলি ফুরায়।

দুদিনের জীবলীলা দুদিনে ফুরায়।
এ নশ্বর জগতেতে কিছু নাহি রয়।
কি কাজে এসেছি হেথা। যাব বা
কোথায়। নাহি জানি জীবনের
কিবা পরিণাম। তরঙ্গ আবর্ত্তময়
এ ঘোর সংসার। শোক দুঃখ জরা
মৃত্যু ঝটিকায় ভরা। কেহ নহে
সুখী এই অবনী মাঝারে। জানে নাক-
জীব। আশার কুহকে অন্ধ হয়ে
নিশিদিন। ছুটিতেছে নিরন্তর

মোহের ছলায়। স্বার্থতার মত্ত
মোহে দম্ভ অহঙ্কারে। মনে করে
এই ধরা সরার মতন। লঘু গুরু
নাহি মানে দেবতা ব্রাহ্মণে। কিন্তু
জীব দেখ চেয়ে। কেবা আমি তুমি
কেবা রাজা কেবা প্রজা। কেবা দারাসুত।
প্রিয় পরিজন তব। অবিদ্যা প্রভাবে।
ভাবিতেছ সদা তুমি আমার আমার
বলি নিরন্তর যারে। কিছু না তোমার
হবে। ধন দারাসুত। স্বপন সমান এই
সংসারের লীলা। লীলাখেলা
অচিরেতে সকলি ফুরায়। নিভে যায়
দুদিনেই জীবনের আলো। দেখ চেয়ে
একবার। মানস নয়নে।
কত রাজা রাজ্যেশ্বর প্রতিদিনে দিনে
নিত্য শমনের গৃহে হতেছে অতিথি
কোথায় তাদের হায় রাজ অট্টালিকা।
সুরম্য আবাস সব বিলাস বৈভব।
অশ্ব হস্তী দাস দাসী ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার
সকলি পড়িয়া থাকে। জল বিম্বসম

ঝরা ফুল।

এই জীবন তোমার। সকলি পড়িয়া থাকে
নশ্বর জগতে। জলবিম্ব সম এই
অসার জীবন। কখন ফুরায়ে যাবে ।
জানে নাক কেহ। পদ্ম পত্র জল সম
জীবন চঞ্চল। নিমেষে মিশায়ে যায়
কাল সিন্ধু নীরে। দুরন্ত মোহের
ফাঁসে পড়ি দিবানিশি তবে কেন
ভাব সদা আমার আমার। কেবা মাতা
কেবা পিতা বল কে কে তোমার
তুমি কার ভাব একবার। এ মায়া প্রপঞ্চ-
ময় জগত সংসারে। জীবনের নাট্যশালা
হয় যে তোমার। তুমি অভিনেতা।
তার কত সাজ সেজে করিতেছ
অভিনয় এই রঙ্গভূমে। সাঙ্গ যবে
হবে তব এই অভিনয়। জীবনের
যবনিকা হইবে পতন। দারাসুত
পরিজন নাহি যাবে সাথে। হে ভ্রান্ত
মানব! এবে সময় থাকিতে ডাক
সেই বিশ্বময়ে একবার তুমি
যদি চাহ আপনার সাধিতে কল্যাণ ॥

সিন্ধু।

হে সিন্ধু কোথায় যাও গরবে উচ্ছাসি
আস্ফালি তরঙ্গ তব। তুলি উর্ম্মিমালা
ফেনিল আবর্ত্তময় মহা ভয়ঙ্কর
হেরিলে তোমার ভীষণ মূরতি।
মনে হয় বুঝি বিশ্ব গ্রাসিবার তরে
আসিতেছ জলনিধি হে নীলাম্বু তুমি।
গরজি গভীর রবে ছুটিতেছ তুমি
কাহার উদ্দেশে। বল কোন সাধনায়
কোন মন্ত্রে আত্মহারা হয়ে অবিরাম
ওই তটভূমি তুমি মুখরিত করি।
ভৈরব কল্লোল তুমি ভীম অট্টহাসে
ধাইতেছ নিরন্তর বিশাল জলধি।
উদ্দাম তরঙ্গে রঙ্গে। তুলি উর্ম্মিরাণী
গুপ্তভাবে তব গর্ভে রেখেছ লুকায়ে
শুকুতি মাঝারে ওই মুকুতার দামে।
রেখেছ যতনে তুমি ওহে রত্নাকর।
অনন্ত ভাণ্ডার তব রতনে পুরিত।
গম্ভীর গরিমাময় হে বারিধি তুমি।

ঝরা ফুল।

একদিন দেবাসুরে মথিয়া তোমায়
পেয়েছিল সুদুর্লভ সে কৌস্তভ মণি।
পেয়েছিল উচ্চৈঃশ্রবা সেই শচিপতি।
পেয়েছিল পারিজাত দেবের দুর্লভ।
পেয়েছিল পদ্মনয়না লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া
অমৃত কলস সেই সঞ্জীবনী সুধা
তাই কি বিজয় গর্ব্বে ওহে সিন্ধু তুমি
নাচিতেছ নিরন্তর। ওহে মহার্ণব।
আস্ফালি তরঙ্গে তুমি বিজয় কেতন।
হে সিন্ধু তোমার পদে নমিতেছি আমি।

কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যের কঠোরতা বুঝেছি ধরায়।
পাষাণে হৃদয় বেঁধে তুলিয়া দিয়াছি সেথে।
পরাণ পুতুলগুলি দিয়াছি বিদায়।
কোন অজানার পথে জানি না কোথায়।

জীবনের সব আশা ভরসা যা ছিল।
একে একে সব তুলে দিনু শমনের কোলে
আমার মুকুলগুলি সবি ঝরে গেল।

ঝরা ফুল।

কত ক্লেশে কত দুঃখে আনিলাম যারে।
জীবনের সব আশা . ভেঙ্গে গেল তার বাসা।
শূন্যময় দশদিক্ ঘিরিল আঁধারে।

পবিত্র ফুলের মত সে তরুণ প্রাণ।
ছিঁড়ে নিলে অনায়াসে নিদয় শমন এসে
নিষ্ঠুর হৃদয় হয়ে সে নির্ম্মম যম।

কোথা আমি কোথা তারা আছে কোন স্থানে
এত কেঁদে এত সেধে রাখিতে নারিনু বেঁধে
শুধু হাহাকার সার রহিল জীবনে।

কঠিন মানব প্রাণে কত বল সয়
শুধুই জনম ভরে শুধুই আঁখির নীরে
কাটালাম কেঁদে কেঁদে এসে এ ধরায়।

পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে বিধাতা আমায়
দিয়াছেন অভিশাপ নিদারুণ মনস্তাপ
সহিতেছি তাই এসে আজ এ ধরায়।

তবু এ কর্ত্তব্য ভার করিয়া পালন
সংসার সংগ্রামে জয়ী হয়ে যেন যেতে পারি
এই প্রভু তব পদে মোর নিবেদন।

গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত।

মা! আপনার লিখিত এই ভাগবৎলীলামৃত ও হিমালয় পরিভ্রমণ পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। আপনার পুস্তকের ভাষা যেরূপ সরল মধুর সুমার্জ্জিত তাহা অন্য পুস্তকে বিরল। আপনার হিমালয় ভ্রমণ রচনা অতি মধুর হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন। আপনি স্বনামধন্য সুকবি মদনমোহন তর্কলঙ্কারের দৌহিত্রী, তাহা আপনার পুস্তকেই প্রমাণ হইয়াছে। আপনি ভগবদ্ভক্তিময়ী বিদুষী তাহা পুস্তক পাঠেই পরিচয় পাইলাম।

শুভাকাঙ্ক্ষী·

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন

কাশীধাম।

মা! আপনার লিখিত ভাগবৎ লীলামৃত ও হিমালয় ভ্রমণ পুস্তক দুই খানি পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলাম। আপনি যেরূপ সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা বিদুষী ও বিদ্যাবতী আপনার পুস্তক পাঠে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আপনার লেখা অতি সরল সহজ কবিত্বপূর্ণ। লেখা দেখিলেই বোধ হয় আপনি আপনার

প্রাতঃস্মরণীয় মাতামহ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দৌহিত্রী। আশাকরি আপনার হিমালয় পরিভ্রমণ সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
কাশীধাম।

শ্রীমতী রত্নমালাদেবী স্বনামধন্য ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দৌহিত্রী। ইঁহার স্বামী মুঙ্গের জেলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। রত্নমালা দেবী অনেকদিন হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। ইঁহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও পবিত্র। সকল পুস্তকই ধর্ম্মভাবে পূর্ণ, সকল পুস্তকেরই শিক্ষা উচ্চ অঙ্গের নীতি ভক্তি। এখন এ শ্রেণীর পুস্তক প্রায় পাওয়া যায় না। সুতরাং এ সকল পুস্তকের আদর করা ও উৎসাহ দেওয়া অত্যন্ত দরকার। আমি ইহাঁর কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। স্কুলের ছেলেদের ক্লাসে না হউক অবকাশকালে এ সকল পুস্তক পাঠ করিলে তাহাদের অনেক বিষয়ে উপকারে আসিবে। তাহাতে ছেলেরা দেশের পুরাতন নীতি আচার প্রভৃতির খবর পাইবে। দেশের ও ধর্ম্মের কিছু না কিছু আস্বাদ পাইবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই,
কলিকাতা।